POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ
اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

কেনইবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে আযাব দিবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন? নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞানী।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৪৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 6
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

11 ফেব্রুয়ারী, 2021 ● 28 জামাদিউস সানি 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) সিজদার আয়াতে সিজদা করতেন আর সাহাবাগণও সিজদা করতেন।

১০৭৫) হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) আমাদেরকে দুটি সূরা পাঠ করে শোনান যেগুলিতে সিজদা আছে। তিনিও সিজদা করতেন আর আমরাও সিজদা করতাম। এমনকি আমাদের কেউ নিজের মাথা রাখার জায়গা পেত না।

১০৭৩) হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: আমি নবী (সা.)-এর সামনে সূরা নজম পুরোটি পাঠ করেছি। আঁ হযরত (সা.) এতে সিজদা করেন নি।

১০৭৭) হযরত উমর (রা.) জুমআর দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সূরা নাহাল পাঠ করলেন। সিজদার আয়াতে পৌঁছলে তিনি নীচে নেমে এসে সিজদা করলেন আর লোকেরাও সিজদা করল। দ্বিতীয় জুমআতেও তিনি সেই একই সূরা পাঠ করলেন। সিজদার আয়াতে পৌঁছে তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! আমরা যখন সিজদার আয়াত পাঠ করি, তখন যে সিজদা করল সে ভাল কাজ করল, আর যে করল না তার জন্য কোন গুনাহ নেই। আর হযরত উমর সিজদা করেন নি। নাফে হযরত উমরের পক্ষ থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে এতটুকু অতিরিক্তি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তিলাওয়াতের জন্য সিজদা অনিবার্য করেন নি, তবে আমরা চাইলে সিজদা করতেও পারি।

(সহী বুখারী, ২য় খন্ড)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১লা জানুয়ারী, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত
হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর চ্যালেঞ্জ

আল্লাহ্ তা'লা আমাকে চার প্রকারের নিদর্শন দান করেছেন। যেগুলি আমি জোরালো দাবিসহকারে একাধিক বার লিখে প্রকাশ করেছি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বার্তা

আমি বারবার উল্লেখ করেছি যে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে চার প্রকারের নিদর্শন দান করেছেন। যেগুলি আমি জোরালো দাবিসহকারে একাধিক বার লিখে প্রকাশ করেছি।

প্রথমত, আরবী ভাষা সংক্রান্ত জ্ঞানের নিদর্শন। আর এটি আমি সেই কাল থেকে প্রাপ্ত হয়েছি, যখন থেকে মহম্মদ হোসেন (বাটালবী সাহেব) লিখেছেন যে এই অধম নাকি আরবীর ক্রিয়াকাল সংক্রান্ত ব্যাকরণের এতটুকুও জানে না। অথচ আমি পূর্বে কখন এমন দাবি করি নি যে আমি আরবীর কোনও ক্রিয়াকাল জানি। তবে যারা আরবী লেখনী এবং বাক্যগঠন নিয়ে পড়াশোনা করেছে, তারা এর জটিলতা সম্পর্কে অনুমান করতে পারে এবং এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। মৌলবী সাহেব (মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব) শুরু থেকেই দেখে এসেছেন যে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নিদর্শনমূলকভাবে সাহায্য করেছেন। যখন যথাসময়ে ধ্রুপদী ভাষার উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয়। এমন সব মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'লা আমার মনে সহসায় সেই শব্দ সঞ্চার করেন। নতুন ও স্বরচিত অভিব্যক্তি রচনা করা সহজ, কিন্তু ধ্রুপদী ভাষার প্রয়োগ কঠিন। অতঃপর আমি নিজের সেই সব আরবী রচনাগুলিকে বিশাল পুরস্কার রাশি দেওয়ার ঘোষণা সহকারে প্রকাশ করে বললাম তোমরা যার খুশি সাহায্য নাও, এমনকি আরবী ভাষাভাষির কোনও ব্যক্তির সাহায্যও নিতে পার। আমাকে খোদা তা'লা এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন যে তারা কেউই এক্ষেত্রে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এঁটে উঠতে পারবে না। কেননা এটি কুরআন করীমের নিদর্শন যা আমাকে প্রতিচ্ছায়া হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত নিদর্শন হল দোয়া কবুল হওয়ান। আরবি রচনার সময় আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কি বিপুলহারে আমার দোয়া কবুল হয়েছে। প্রতিটি শব্দের জন্য আমি দোয়া করেছি। রসুল করীম (সা.) কে আমি ব্যতিক্রম হিসেবে রাখছি। (কেননা তাঁর কল্যাণে এবং আনুগত্যেই তো আমি সব কিছু প্রাপ্ত হয়েছি) আর আমি বলতে পারি যে, আমার দোয়াসমূহ এতবেশি কবুল হয়েছে যা হয়তো আর কারো হয় নি। সেই সংখ্যা দশ হাজার কি দুই লক্ষ তা আমি জানি না আর দোয়া কবুল হওয়ার কিছু নিদর্শন এমনও আছে যা এক জগত জানে।

তৃতীয় নিদর্শন ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের। অর্থাৎ অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করা। এমনিতে জ্যোতিষি ও দৈবজ্ঞরা অনুমাণের উপর ভিত্তি করে কিছু এমন পূর্বাভাস দিয়ে থাকে যা আংশিকভাবে সত্যও হয়ে থাকে। আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগেও গণক ছিল, যারা অদৃশ্যের সংবাদ জানিয়ে দিত। সাতীহ নামে এক গণক ছিল। কিন্তু এই সব গণকদের অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট ও ইলহামপ্রাপ্তদের অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করার মধ্যে পার্থক্য হল, ইলহামপ্রাপ্তদের অদৃশ্যের সংবাদ দানের মধ্যে ঐশী শক্তি ও সম্ভ্রম থাকে। কুরআন

কেবল কর্ম কোন মূল্য রাখে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অন্তরের সংশোধন হয়। আমলের পাশাপাশি অন্তরের পবিত্রতাও জরুরী।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইউনুসের ১০ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন:

" এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, প্রকৃত হিদায়াত ঈমানের কারণে পাওয়া যায়। কেবল কর্ম কোন মূল্য রাখে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অন্তরের সংশোধন হয়। এক ব্যক্তি চুরি করতে স্থির সংকল্প হল অথচ সে সুযোগই পেলনা, তবে তাকে সৎ বলা যায় না। অনুরূপভাবে হৃদয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ভীতিতে পূর্ণ থাকে, আর বাহ্যিকভাবে তাকে সিজদা না করে, তবে সেই ব্যক্তিকে একেশ্বরবাদী বলা যেতে পারে না। কিছু নির্বোধ মনে করে, ইসলাম আমল করার বিষয়ে জোর দেয় না, বরং কেবল ঈমান পেশ করে। একথা সঠিক নয়। ইসলাম যে বিষয়ের উপর জোর দেয় তা হল আমলের পাশাপাশি অন্তরের পবিত্রতাও জরুরী। মন যদি পবিত্র না হয় আর আমলের সঙ্গ না দেয়,তবে এমন ঈমান কোন কাজে আসতে পারে না। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, হৃদয়ের ও চিন্তাধারা পবিত্রতাই হল আসল পবিত্রতা। হৃদয় যখন পবিত্র হয়ে ওঠে, তখন অনিবার্যভাবে মানুষের কার্যকলাপও এর অনুবর্তী হয়। এটা সম্ভব যে কোন ব্যক্তি মানুষের ভয়ে এক রকম কাজ

(শেষাংশ ২ এর পাতায়..)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

১ পাতার শেষাংশ.....

করতে পারে। কিন্তু মানুষের ভয়ে সে নিজের চিন্তাধারা পাল্টে ফেলবে, এমনটা সম্ভব নয়। মানুষের মনের উপর অন্যের আধিপত্য থাকে না। প্রবল প্রতিপত্তিশালী সম্রাটের আয়ত্তেরও উর্ধ্বে থাকে মানুষের মন। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা এমন বস্তুর উপর হিদায়াতের ভিত রেখেছেন যা স্বয়ং মানুষের আয়ত্তে থাকে, অন্য কেউ এতে দখল জমাতে পারবে না।

বি আইমানিহিম বলার মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কর্মের প্রতিদান ঈমান অনুসারে দেওয়া হবে। অর্থাৎ বাহ্যিক আমলের ক্ষেত্রে যদিও দুজন ব্যক্তি সমান হয়, কিন্তু আমল বা কর্মের পিছনে যে নিষ্ঠা ও ভালবাসা রয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে তাদের কর্মের প্রতিদানে তারতম্য ঘটবে। এটিও একটি অসাধারণ বিষয়। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আবু বাকার তোমাদের থেকে সেই কারণে শ্রেষ্ঠ যা তাঁর অন্তরে রয়েছে। আমরা দেখি যে এক ব্যক্তি নামায বেশি পড়ে, রোযাও বেশি রাখে, কিন্তু অন্য কোনও ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাকে বেশি পরিমাণে আকর্ষণ করে। এর কারণ তাদের অন্তরের অবস্থা। যে বেশি প্রকৃত পবিত্রতা ও নিষ্ঠা অর্জন করে, তার অল্প কর্ম বেশি কল্যাণ বয়ে আনে। বস্তুত সেই ব্যক্তির সমস্ত কর্মই ইবাদতে পরিণত হয়। কেননা, তার সেই সব কর্মও খোদার জন্যই হয়ে থাকে, যেগুলিকে আপাত দৃষ্টিতে জাগতিক কর্ম বলে মনে হয়, আর তার প্রতিটি গতিবিধি মানব জাতির সহানুভূতির কারণ হয়।

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪)

১ পাতার শেষাংশ.....

করীম স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছে- فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ।

চতুর্থ নিদর্শনটি কুরআন করীমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ জ্ঞান সম্পর্কিত। কেননা কুরআন করীমের রহস্য সেই ব্যক্তি ভিন্ন কারো উপর উন্মোচিত হয় না, যাকে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পবিত্র করেছেন। কুরআন করীম বর্ণনা করে- لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ। আমি একাধিক বার বলেছি যে, আমার বিরুদ্ধবাদীরাও একটি সূরার তফসীর লিখুক আর আমিও তফসীর লিখি। অতঃপর উভয় তফসীরের তুলনা করে দেখা হোক। কিন্তু কেউ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল না। মহম্মদ হোসেন ও অন্যরা তো বলেই দিলেন যে, আমি নাকি আরবীর ক্রিয়াকাল সংক্রান্ত ব্যাকরণের কিছুই জানি না। তবুও যখন তার কাছে আমার পুস্তক উপস্থাপন করা হল, তখন সে এই দুর্বল ও ছেঁদো যুক্তি দেখিয়ে এড়িয়ে গেলেন যে, এই আরবী এতই দুর্বল ও খাপছাড়া যে এটিকে আরবীই বলা চলে না। অথচ তিনি নিজে এক পৃষ্ঠা আরবী লিখে দেখাতে পারলেন না যে এইভাবে সঠিক আরবী লেখা হয়।

মোটকথা এই চারটি নিদর্শন আমি আমার সত্যতার স্বপক্ষে প্রাপ্ত হয়েছি।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫২)

(সফর বৃত্তান্ত, ১২ পাতার পর....)

যেন হুযুর আনোয়ারে আলোকময় উপদেশাবলীর উপর আমল করে তাঁর ভাষণের স্বার্থকতা পূর্ণ করতে পারি। আমি জলসা থেকে ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছি আর পুনরায় এতে অংশগ্রহণের আকাঙ্খা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

আব্দুল্লাহ্ সিরিন সাহেব নামে এক ব্যক্তির পিতা কয়েক বছর থেকে আহমদী, তিনি পিতার সঙ্গে রাশিয়ায় থাকেন। কিন্তু বর্তমানে পড়াশোনার সূত্রে হল্যাণ্ডে অবস্থান করছেন। তাঁর পিতা তাঁকে তবলীগ করতেন, কিন্তু এযাবৎ তিনি বয়আত করেন নি। এবছর তিনি পিতার সঙ্গে জলসায় অংশগ্রহণ করতে এসেছেন। জলসার প্রথম দিন প্রশ্নোত্তর সভার পর আমাদের মুবাল্লিগের সঙ্গে মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনার শেষে তাঁকে বলা হয়, তিনি যেন খোদার কাছে এই দোয়া করেন যে,হে আল্লাহ! আমি এই জলসায় সেই ব্যক্তির সত্যতা যাচাই করতে এসেছি। অতএব, তুমি আমাকে পথ দেখাও।' তিনি বলেন, 'আমি এর আগেও দোয়া করেছিলাম, কিন্তু কোন পরিণাম আসে নি।' তাঁকে বোঝানো হয় যে কেবল দোয়া করাই যথেষ্ট নয়, কেননা দোয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে যেগুলিকে দৃষ্টিপটে রেখে কিছুকাল দোয়া করতে হয়।

জলসার দ্বিতীয় দিন হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে তবলীগাধীন অতিথিদের বৈঠক হওয়ার পর তিনি বলেন, 'আমাকে কুরআন থেকে মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার কেবল একটি দলিল দিন।' আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব তাঁর সামনে এই আয়াতটি উপস্থাপন করেন- 'লাও তাকওয়ালা আলাইনা বাআজাল আকাবিল' এবং ইন্নাল্লাজীনা ইয়াফতারুনা আলাল্লাহিল কাযিবা লা ইউফলেহুন'। এরপর হুযুর (আ.)-এর কিছু ভবিষ্যদ্বাণী ও জামাতের ক্রমোন্নতির বিষয়ে বললে তিনি বললেন, 'আমি বয়আত করতে চাই, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নিদর্শন দেখিয়েছেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল যে সেই নিদর্শনটি কি? তিনি উত্তর দিলেন, 'গত রাতে আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় সহকারে সিজদারত হয়ে দোয়া করেছি আর রাতে ঘুমানোর পর স্বপ্ন দেখেছি যে একটি বিশালাকার প্রাচীরে উজ্জ্বল অক্ষরে 'আল আহমদীয়া' লেখা আছে আর সেই লেখা থেকে এক নৈসর্গিক জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এরপর আমি যখন জলসা গাহে উপস্থিত হয়ে জার্মান অতিথিদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শুনলাম, সেই সময় আমার মনে এই বাসনার উদ্রেক হল, যদি হুযুর আনোয়ারে কাছে দাঁড়ানোর সুযোগ পেতাম! কিছুক্ষণ পর অনুভব করলাম যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। আমি দেখলাম, স্টেজে আমি হুযুর আনোয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছি।

তিনি বলেন: এরপর আমার হৃদয়ে সত্য উদ্ঘাটিত হয় আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার পক্ষে কুরআন করীম থেকে একটি মাত্র দলিল চেয়েছিলাম যাতে আমার হৃদয় আশ্বস্ত হয় আর সত্য আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। অন্যথায় দোয়ার পর স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমেই আশ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম। জলসার তৃতীয় দিন তিনিও গণ-বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এক আরব বন্ধু বলেন: আমি বিভিন্ন ধর্মীয় পণ্ডিত এবং মৌলবীদের উগ্রপন্থী চিন্তাধারায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে আহ্বান করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু যেদিন জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, সেদিন ইসলামে প্রকৃত রূপ দেখে আমার মনে আশার সঞ্চার হয়। আমি মনে করি হযরত আমিরুল মোমেনীনই সেই জ্যোতি যা বর্তমানে বিরাজমান অন্ধকারকে দূর করতে পারে। ইসলামী শিক্ষামালার যে ধারণা ও বাস্তবিক চিত্র তিনি তুলে ধরেন, তা আরব দেশসমূহে বিশেষ করে ইরাকে প্রচার করা উচিত। কারণ, সেখানকার মানুষ উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তারা উত্তম কোন বিকল্প পাচ্ছে না, যার কারণে ইসলাম ত্যাগ করছে।

অনুরূপভাবে আরও এক আরব বন্ধু বলেন: এই জলসায় ইসলামী শিক্ষা প্রসঙ্গে 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' যে বার্তা দেওয়া হয়েছে, তা ইউরোপে আরও বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। কেননা, এখানে ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে।

স্পেন থেকে আসা এক আরব ভদ্রলোক ইদরিস সাহেব জলসায় বয়আত করেছেন। তিনি বলেন: আমি জলসার ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং এত বড় জন সমাগম দেখে আশ্চর্য হয়েছি। বিরাট সংখ্য মানুষ এক খলীফার পিছনে একটি মালার মত গাঁথা রয়েছে। এই দৃশ্য আত্মাকে উজ্জীবিত করছিল। তিনি বলেন: আমার আনন্দের কোন সীমা নেই আর প্রত্যেক জলসায় অংশগ্রহণ করতে চাই। কেননা জলসার সঙ্গে আমার আত্মার এক সম্পর্ক বন্ধন রচিত হয়েছে।

স্পেন থেকে আসা আরও এক আরব বন্ধু মহম্মদ আল আরাবীও জলসায় বয়আত করার তৌফিক পান। তিনি বলেন: এই মহান জলসায় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আহমদীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। আমি আপনাদের আতিথেয়তা এবং নৈতিকতার বিষয়ে প্রশংসা না করলেই নয়। আমি বহু ইসলামী জামাত দেখেছি, কিন্তু জামাত আহমদীয়ার এই দৃষ্টান্ত কোথাও পাই নি যেখানে সকলে এক হাতে সমবেত হয়, যেভাবে জামাতে আহমদীয়ার সদস্যরা সমবেত হয়।

সিরিয়া থেকে আগত পেশায় চিকিৎসক এক ভদ্রলোক জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন: খোদার কসম! এমন সুব্যবস্থিত ব্যবস্থাপনা আমি জীবনে দেখি নি। আমরা তো ছয়জনকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাই।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

জুমআর খুতবা

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখো এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না। কেননা আমি আবুল কাসিম (সা.) এর কাছে শুনেছি, পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা নফল নামায ও রোযা অপেক্ষা উত্তম

(হযরত আলি)

'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহিয়ে আনিল মুনকার' অর্থাৎ ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কর্ম হতে বিরত রাখার কাজ সবসময় অব্যাহত রাখ। এটিকে কখনো পরিত্যাগ করো না। নতুবা তোমাদের মন্দ ব্যক্তিরাই তোমাদের হাকেম বা শাসক বনে বসবে। এরপর তোমরা দোয়া করলেও তোমাদের দোয়া গৃহীত হবে না; যা বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান বদরী সাহাবা আবু তুরাব খলীফায়ে রাশেদা আঁ হযরত (সা.)-এর জামাতা হযরত আলি বিন আবি তালিব পবিত্র জীবনালেখ্য।

আপনারা দোয়া করুন- এ বছরটি যেন জামা'তের জন্য, পৃথিবীর জন্য এবং মানবতার জন্য কল্যাণকর হয়।

কোথাও এই মহামারী আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধের জন্য আসে নি তো?

আর অসম্ভব নয় যে অস্ত্রের যুদ্ধও হবে আর যা হবে অত্যন্ত ভয়ংকর ।

অতএব এই বছর মোবারকবাদ জানানোর বছর বলে তখনই পরিগণিত হবে যখন আমরা আমাদের দায়িত্বাবলী এই আজ্ঞাকে পালন করব |

তাই প্রত্যেক আহমদীর ভাবা উচিত, কেননা তার ওপর অনেক বড় কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে |

বিশ্ববাসীকে সেই পতাকাতলে সমবেত করুন যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমুন্নত করেছেন।

প্রত্যেক আহমদী নরনারী, আবালবৃদ্ধবনিতা এই বিষয়টি অনুধাবন করে এই অঙ্গীকার করুন যে, এই বছর আমি পৃথিবীতে এক বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থ ব্যয় করব।

আজ পৃথিবীকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করার কাজ বরং প্রকৃত কাজ সবচেয়ে বেশি আহমদীরাই করছে বরং বলা উচিত প্রকৃত কাজ কেউ যদি করে থাকে তবে আহমদীরাই করছে।

কাজেই আমাদের দায়িত্ব হলো দোয়ার মাধ্যমে আমাদের ইবাদতকে প্রাণবন্ত করা আর যদি আমরা এরূপ করতে সক্ষম হই তাহলেই আমরা সফলকাম।

আমাদের আনন্দ নববর্ষের হোক কিংবা ঈদের, প্রকৃত আনন্দ তো তখন হবে যখন আমরা পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের পতাকা উড্ডীন করতে সক্ষম হব যা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি দেশের সকল আহমদীকে স্বীয় নিরাপত্তার আশ্রয়ে রাখুন আর এ বছর প্রত্যেক আহমদী ও প্রতিটি মানুষের জন্য কৃপা ও কল্যাণের বছর হোক।

নববর্ষের সূচনায় বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতা ও জামাত আহমদীয়ার জন্য মূল্যবান উপদেশাবলী।

আলজেরিয়া এবং পাকিস্তানে আহমদীদের প্রবল বিরোধীতার কথা দৃষ্টিপটে রেখে বিশেষ দোয়ার প্রতি আহ্বান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১ল জানুয়ারী,, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১ সুলাহা, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত আলী (রা.)-এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আলীর শাহাদতের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বিষয় পুরোপুরি নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই খারেজীরা পরামর্শ করে যে যত জ্যেষ্ঠ রয়েছে, তাদেরকে হত্যা কর আর (তাদের ভাষ্যানুসারে) এভাবে এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটাও। অতএব তাদের ধৃষ্টরা এই অঙ্গীকার করে বের হয় যে, তাদের একজন হযরত আলীকে, একজন হযরত মুআবিয়াকে, আর আরেকজন হযরত আমর বিন আস-কে একই দিনে এবং একই সময়ে হত্যা করবে। যে ব্যক্তি হযরত মুআবিয়াকে হত্যার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল, সে যদিও হযরত মুআবিয়ার ওপর আক্রমণ করে, কিন্তু তার তরবারি সঠিক স্থানে আঘাত করতে পারে নি আর হযরত মুআবিয়া সামান্য আহত হন। সেই ব্যক্তি ধরা পড়ে আর পরবর্তীতে নিহত হয়। যে ব্যক্তি হযরত আমর বিন আস-কে হত্যা করতে গিয়েছিল, সে-ও ব্যর্থ হয়, কেননা তিনি অসুস্থতার কারণে নামাযে আসেন নি । যে ব্যক্তি তখন

হযরত আমর বিন আস এর স্থলে তাদেরকে নামায পড়ানোর জন্য এসেছিল তাকে সে হত্যা করে আর নিজেও ধরা পড়ে এবং পরবর্তীতে নিহত হয়। যে ব্যক্তি হযরত আলীকে হত্যা করতে বের হয়েছিল, ফজরের নামাযের জন্য তিনি যখন দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, তখন সে তাঁর ওপর আক্রমণ করে এবং তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁর ওপর আক্রমণ করার সময় সেই ব্যক্তি এই শব্দাবলী উচ্চারণ করে যে, হে আলী! তোমার সব কথা মানতে হবে সেই অধিকার তোমার নেই বরং এই অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার। "

(আনোয়ারে খিলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০২)

মহানবী (সা.) হযরত আলীর শাহাদতের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। হযরত উবায়দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) হযরত আলীকে বলেন, হে আলী! তুমি কি জান যে, পূর্ববতী ও পরবতীদের মাঝে সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি কে? তিনি নিবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) সবচেয়ে ভাল জানেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, পূর্ববতীদের মাঝে সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি ছিল হযরত সালেহ্ -র উটনীর পায়ের শিরা কর্তনকারী ব্যক্তি। আর হে আলী! পরবতীদের মাঝে সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি হবে সে, যে তোমার উপর বর্শার আঘাত হানবে। এরপর তিনি (সা.) সেই স্থানের দিকে ইঙ্গিত করেন যেখানে তাকে বর্শার আঘাত করা হবে।

হযরত আলীর দাসী উম্মে জাফের-এর রেওয়ায়েত হলো, আমি হযরত আলীর হাতে পানি ঢালছিলাম, এমন সময় তিনি নিজের মাথা তোলেন এবং নিজের দাড়ি ধরে তা নাক পর্যন্ত উঁচু করেন, আর দাড়িকে সম্বোধন করে বলেন, বাহবা! তোমার মর্যাদা ঈর্ষণীয়, তুমি অবশ্যই রক্তে রঞ্জিত হবে। অতঃপর জুমআর দিন তাকে শহীদ করা হয়।

হযরত আলীর শাহাদতের ঘটনা এক স্থানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে হানফিয়া বর্ণনা করেন, আমি এবং হযরত হাসান ও হযরত হোসেন গোসলখানায় ছিলাম। এমন সময় আমাদের কাছে ইবনে মুলজাম আসে। সে যখন প্রবেশ করে তখন হাসান-হোসেন উভয়ে তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং বলেন, এভাবে এখানে আমাদের কাছে আসার দুঃসাহস তোমার কীভাবে হলো? আমি তাদের উভয়কে বলি তোমরা তার সাথে কথা বলো না। কসম খেয়ে বলছি, সে তোমাদের বিরুদ্ধে যা কিছু করার দুরভিসন্ধি রাখে, তা এর চেয়েও ভয়ানক। হযরত আলীকে আক্রমণের পর ইবনে মুলজামকে বন্দি করে আনা হলে ইবনে হানফিয়া বলেন, আমি তো তাকে সেদিনই ভালোভাবে চিনে গিয়েছিলাম যেদিন সে গোসলখানায় আমাদের কাছে এসেছিল। এতে হযরত আলী বলেন, সে বন্দি, তাই ভালোভাবে তাকে আপ্যায়ন কর এবং তাকে সম্মানের সাথে রাখ। যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে হয় তাকে হত্যা করব অথবা তাকে ক্ষমা করে দিব। আর আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার হত্যার বদলে শাস্তি স্বরূপ তাকে হত্যা করবে, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস কুসম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) তাঁর ওসীয়্যতে আমার বড় পুত্রকে লিখেছেন যে, তার অর্থাৎ ইবনে মুলজাম এর পেট ও লজ্জাস্থানে যেন বর্শাঘাত না করা হয়। মানুষ বর্ণনা করে যে, খারেজীদের মধ্য হতে তিনজনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, (অর্থাৎ) হিমইয়ার গোত্রের আব্দুর রহমান বিন মুলজাম মুরাদী, যে মুরাদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হতো, যারা কিন্দার বংশ বনু জাবালাহ্-র মিত্র ছিল আর বুরাক বিন আব্দুল্লাহ্ তামীমী এবং আমর বিন বুকায়ের তামীমী। এরা তিনজনই মক্কায় মিলিত হয় এবং দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হয় যে, তিনজনকে অর্থাৎ হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.), হযরত মুআবিয়াহ্ বিন আবু সুফিয়ান এবং হযরত আমর বিন আ'স (রা.)-কে তারা অবশ্যই হত্যা করবে এবং মানুষকে তাদের (হাত) থেকে মুক্তি দিবে যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ ছিল সেই তিনজন হন্তারকের নাম, যাদের ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) শুরুতে বর্ণনা করেছিলেন । আব্দুর রহমান বিন মুলজাম বলে, আমি আলী বিন আবু তালেবকে হত্যা করার দায়িত্ব নিচ্ছি। বুরাক বলে, আমি মুয়াবিয়াহ্কে হত্যার দায়িত্ব নিচ্ছি। আর আমর বিন বুকায়ের বলে, আমি তোমাদেরকে আমর বিন আ'স এর (হাত) থেকে মুক্তি দিব। এরপর তারা একথায় দৃঢ় অঙ্গীকার করে আর পরস্পরকে নিশ্চয়তা যে, তারা নিজেদের নির্ধারিত ব্যক্তিকে হত্যা করার অঙ্গীকার থেকে পিছপা হবে না আর হত্যা করার জন্য যতদূর যেতে হয় তারা যাবে অর্থাৎ হয়ত হত্যা করবে অথবা এ লক্ষ্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিবে। অর্থাৎ, সেই তিনজনকে হয়ত হত্যা করবে বা প্রয়োজনে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিবে, কিন্তু (ব্যর্থ) ফিরে আসবে না। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে এ কাজের জন্য ১৭ই রমজানের রাতকে নির্ধারণ করে। এরপর তারা প্রত্যেকে সেই শহর অভিমুখে যাত্রা করে যেখানে তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বসবাস করতেন, অর্থাৎ যাকে তার হত্যা করার কথা। আব্দুর রহমান বিন মুলজাম কুফায় আসে এবং তার খারেজী বন্ধুদের সাথে মিলিত হয়, তবে তাদের কাছে সে নিজ অভিপ্রায় গোপন রাখে। সে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত আর তারাও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত। সে একদিন তাইমুর রিবাব গোত্রের কিছু লোকতে দেখতে পায়, যাদের মধ্যে কাতাম বিনতে শিজনাহ্ বিন আদী নামের এক মহিলা ছিল। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) তার পিতা ও ভাইকে হত্যা করেছিলেন। সেই মহিলাকে ইবনে মুলজামের মনে ধরে এবং সে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। সে বলে, তুমি আমার সাথে একটি অঙ্গীকার না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে বিয়ে করব না। ইবনে মুলজাম বলে, তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তা-ই দিব। সে বলে, তিন হাজার এবং আলী বিন আবী তালেবকে হত্যা। অর্থাৎ তিন হাজার দিরহাম দিতে হবে এবং আলী বিন আবু তালেবকে হত্যা করতে হবে। সে বলে, আল্লাহ্র কসম! আমি তো আলী বিন আবু তালেবকে হত্যা করার মানসেই এই শহরে এসেছি। আমি তোমাকে অবশ্যই তা দিব যা তুমি চেয়েছ। এরপর ইবনে মুলজাম শাবীব বিন বাজারাহ্ আশজায়ী'র সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে নিজ সংকল্পের কথা জানায় আর তার সাথে থাকার জন্য বলে। শাবীব তার এই প্রস্তাব মেনে নেয়। আব্দুর রহমান বিন মুলজাম সেই রাত, যার প্রভাতে সে হযরত আলী (রা.) -কে শহীদ করার সংকল্প করেছিল, আশআস বিন কায়েস কিন্দীর মসজিদে তার সাথে কানাঘুষা করে কাটায়। ফজরের কাছাকাছি সময় আশআস তাকে বলে, উঠো সকাল হয়ে গেছে। আব্দুর রহমান বিন মুলজাম এবং শাবীব বিন বাজারাহ্ উঠে দাঁড়ায় এবং নিজেদের তরবারি নিয়ে সেই ফটকের বিপরীতে বসে যায় যেখান থেকে হযরত আলী (রা.) বাইরে বের হতেন। হযরত হাসান বিন আলী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রত্যুষে আমি হযরত আলী (রা.)'র কাছে গিয়ে বসি। তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, সারারাত আমি আমার বাড়ির লোকদের জাগাতে থাকি, এরপর বসে বসেই আমার চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসে তখন স্বপ্নে মহানবী (সা.) -কে দেখি। হযরত আলী (রা.) বলছেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.) আমি আপনার উম্মতের পক্ষ থেকে বক্রতা এবং চরম বিতণ্ডার সম্মুখীন। তিনি (সা.) বলেন, তুমি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া কর। আমি দোয়া করি, হে আল্লাহ্! আমাকে তাদের পরিবর্তে তা দান কর যা তাদের চেয়ে উত্তম। আর তাদের ওপর আমার পরিবর্তে এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত কর যে আমার চেয়ে খারাপ। এরই মাঝে ইবনে নাবাহ মুয়াজ্জিন এসে বলেন, নামাযের সময় হয়ে গেছে। হযরত হাসান (রা.) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ) এর হাত ধরলে তিনি উঠে হাঁটতে আরম্ভ করেন। ইবনে নাবাহ তাঁর সামনে ছিলেন এবং আমি পিছনে। যখন তিনি (রা.) দরজা দিয়ে বের হন, তখন তিনি ডেকে বলেন, হে লোক সকল! 'নামায নামায'। অর্থাৎ তিনি নামাযের জন্য ডাকতেন এবং প্রতিদিনই এরূপ করতেন। যখন তিনি (রা.) বের হতেন তখন তার হাতে চাবুক থাকত এবং (তা দিয়ে) দরজায় আঘাত করে তিনি মানুষকে জাগাতেন। ঠিক সেই সময় উক্ত দুই আক্রমণকারী তাঁর (রা.) সামনে বেরিয়ে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হলো, আমি তরবারির উজ্জল্য দেখতে পাই এবং একব্যক্তিকে এই কথা বলতে শুনি যে, হে আলী! আদেশ দেওয়ার অধিকার আল্লাহ্র তোমার না। এরপর আমি দ্বিতীয় তরবারি দেখতে পাই। তারপর উভয়েই একযোগে আক্রমণ করে। আব্দুর রহমান বিন মুলজাম-এর তরবারির আঘাত আসে হযরত আলীর কপাল থেকে নিয়ে মাথার উপরিভাগ পর্যন্ত এবং মগজ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। অপরদিকে শাবীবের তরবারি দরজার চৌকাঠে গিয়ে লাগে। আমি হযরত আলীকে এ কথা বলতে শুনি যে, এই ব্যক্তি যেন তোমাদের হাত থেকে পালাতে না পারে। মানুষ চতুর্দিক হতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে শাবীব পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অপরদিকে আব্দুর রহমান বিন মুলজামকে আটক করা হয় এবং তাকে হযরত আলীর নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়। হযরত আলী (রা .) বলেন, তাকে উত্তম খাবার খাওয়াও এবং নরম বিছানা প্রদান কর। আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে তার জীবন ভিক্ষা দেওয়া বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার বেশি অধিকার আমি রাখি। আর আমি যদি মারা যাই, তখন তাকেও হত্যা করে আমার সাথে মিলিত করে দিও। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক প্রভুর নিকট তার সাথে বোঝাপড়া করব।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৫-২৭)

অর্থাৎ বিষয় টি আমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে উপস্থাপন করব।

যখন হযরত আলীর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি ওসীয়্যত

করেন এবং তার ওসীয়্যত ছিল নিম্নরূপ:

বিসমিল্লাহির্ রহমানীর রহীম। এটি সেই ওসীয়্যত যা আলী বিন আবি তালিব করেছেন। আলী (রা.) ওসীয়্যত করছে, সে সাক্ষ্য দিচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি অনন্য এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আর এই যে, মুহাম্মদ (সা.) তার বান্দা ও রসূল, যাকে আল্লাহ্ তা'লা হিদায়াত ও প্রকৃত ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি এই ধর্ম (অর্থাৎ ইসলামকে) অন্য সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করতে পারেন, মুশরেকরা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু– সবকিছুই আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোন শরীক নাই, আর আমাকে এরই আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি আনুগত্যকারীদের একজন। এরপর তিনি (রা.) তার পুত্রকে সম্বোধন করে বলেন, হে হাসান! আমি তোমাকে এবং আমার সকল সন্তানসন্ততি ও সমস্ত পরিবার পরিজনদের আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করার ওসীয়্যত করে যাচ্ছি, যিনি তোমাদের প্রভু প্রতিপালক। অধিকন্তু এই যে, সমর্পিত অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু হয়। তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ্ তা'লার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখবে এবং পরস্পর বিভক্ত হবে না, কেননা আমি আবুল কাসেম (সা.)-এর নিকট হতে শুনেছি যে, পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখ নফল নামায ও রোযা অপেক্ষা উত্তম। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা নফল নামায ও রোযা অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও সমঝোতা করা– এটি অনেক বড় পুণ্য। তুমি নিজের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি যত্নবান থাকবে এবং তাদের সাথে সদাচরণ করবে, এতে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য হিসাব সহজ করে দিবেন। এতীমদের বিষয়ে আল্লাহ্ কে ভয় কর। তাদেরকে তোমার কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্য করো না। আর তাদেরকে তোমার চোখের সামনে বিনষ্ট হয়ে যেতেও বাধ্য করো না। প্রতিবেশীদের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় কর, কেননা এটি তোমাদের নবী (সা.) এর তাকীদপূর্ণ নির্দে শ। তিনি (সা.) সর্বদা প্রতিবেশীর অধিকার প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি আমাদের ধারণা জাগে যে, তিনি (সা.) কোথাও প্রতিবেশীদের উত্তরাধিকারী-ই না বানিয়ে দেন! কুরআনের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় কর। কুরআনের নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কোথাও অন্যরা তোমাদের চেয়ে এগিয়ে না যায়। নামাযের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর, কেননা এটি তোমাদের ধর্মের ভিত্তি। আপন প্রভুর ঘর সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জীবনভর তা খালি হতে দিও না। কেননা তা যদি খালি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এর মতো অন্য কোন ঘর তোমরা পাবে না। আর আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ কে ভয় কর এবং নিজের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ কর। যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা এটি আল্লাহ্র ক্রোধকে প্রশমিত করে। আর স্বীয় নবী (সা.)-এর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ কে ভয় কর। তোমাদের কেউ যেন অন্যের প্রতি অন্যায় না করে। আর স্বীয় নবী (সা.)-এর সাহাবীদের বিষয়ে আল্লাহ্কে ভয় কর, কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের বিষয়ে ওসীয়্যত করে গেছেন। আর দরিদ্র ও মিসকীনদের ব্যাপারে আল্লাহ্ কে ভয় কর এবং তাদেরকে তোমাদের জীবিকার অংশীদার কর। আর তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর যারা তোমাদের অধীনস্ত অর্থাৎ যাদের দেখাশোনার দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পিত হয়েছে– তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় কর। নামাজের সুরক্ষা কর, নামাযের সুরক্ষা কর। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তালার সন্তুষ্টির জন্য কোন তিরস্কারকারীর ভয় করো না। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি সর্বাগ্রে থাকা উচিত ,এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খোদা তোমাদের জন্য সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট হবেন যে তোমাদের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আর মানুষের সাথে পুণ্যকথা বল যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সৎ কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কখনো পরিত্যাগ করো না। নতুবা তোমাদের মাঝ থেকে মন্দরা তোমাদের নেতা সাজবে। অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহিয়ে আনিল মুনকার' অর্থাৎ ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কর্ম হতে বিরত রাখার কাজ সবসময় অব্যাহত রাখ। এটিকে কখনো পরিত্যাগ করো না। নতুবা তোমাদের মন্দ ব্যক্তিরাই তোমাদের হাকেম বা শাসক বনে বসবে। এরপর তোমরা দোয়া করলেও তোমাদের দোয়া গৃহীত হবে না; যা বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা। পারস্পরিক যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখ এবং সকল প্রকারের কৃত্রিমতার উর্ধ্বে থেকে একে-অন্যের কাজে আস । সাবধান! পারস্পরিক শত্রুতা বৃদ্ধি করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না ও বিভেদে লিপ্ত হয়ো না আর পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বিদ্রোহে সহযোগিতা করো না। আল্লাহ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা কঠোর শাস্তি দাতা। হে আহলে বাইত বা নবী পরিবারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ! আল্লাহ তা'লা তোমাদের সুরক্ষা করুন এবং তোমাদের নবী (সা.)-কেও তোমাদের মাধ্যমে হেফাযত করুন। অর্থাৎ তোমাদের উত্তম দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মহানবী (সা.) যেন সদা জীবিত থাকেন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করছি এবং তোমাদের প্রতি সালাম ও আল্লাহ্র রহমত প্রেরণ করছি।

(তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

আবু সিনান বর্ণনা করেন, যখন হযরত আলী (রা.) আহত অবস্থায় ছিলেন তখন তিনি তাঁকে দেখতে যান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার এই আহত অবস্থা দেখে আমরা খুবই চিন্তিত। হযরত আলী বলেন, কিন্তু খোদার কসম! আমি নিজেকে নিয়ে চিন্তিত নই; কেননা সত্যবাদী ও সত্যায়িত রসূলে করীম (সা.) আমাকে বলেছিলেন যে, তোমার শরীরের অমুক অমুক স্থান ক্ষতবিক্ষত হবে। এরপর তিনি (সা.) তাঁর কপালের পার্শ্বদেশে ইঙ্গিত করে বলেন, তোমার এখান থেকে রক্ত ঝরবে, এমনকি তোমার দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। আর এরূপ অপকর্মশীল ব্যক্তি এই উম্মতের সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি হবে যেভাবে উটনীর হাঁটুর শিরা কর্তনকারী ব্যক্তি সামূদ জাতির সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি ছিল।

(আল মুসতাদরাক আলাস সালেহীন, ৩য় ভাগ, পৃ: ৩২৭)

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলী তাঁর ঘাতক ইবনে মুলযেম সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তাকে বসাও! যদি আমি মারা যাই তবে তাকে হত্যা করো। কিন্তু তার অঙ্গচ্ছেদ করো না। আর আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে আমি স্বয়ং তার শাস্তি মুকুব অথবা (শরীয়সম্মত)শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। (আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৯)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

ইতিহাসে লেখা আছে, হযরত আলী (রা.)কে এক ব্যক্তি ছুরিকাঘাত করে এবং তাঁর পেট ফেড়ে ফেলে। অবশ্য ঘাতক ধরা পড়ে। তিনি লিখেছেন যে, পেট ফেড়ে ফেলে। মাথায়ও আঘাত লেগেছিল। হয়তো পেটেও লেগে থাকবে, নয়তো তাঁর ধারণা এমনিই ছিল বা সাধারণ বাগধারা হিসেবে (মুসলেহে মওউদ একথা) বলে থাকবেন। যাইহোক অধিকাংশ রেওয়ায়েতে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘাতক ধরা পড়লে সাহাবা তাঁকে (রা.) জিজ্ঞেস করেন, আমরা ঘাতকের সাথে কী আচরণ করব? তিনি (রা.) হযরত ইমাম হাসান (রা.)কে ডেকে ওসিয়্যত করলেন যে, যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার প্রাণের বিনিময়ে তাকে বধ করবে। আর আমি যদি বেঁচে যাই তাহলে তাকে যেন হত্যা করা না হয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৬, পৃ: ৪২৮)

আমর যীমুর বর্ণনা করেন, হযরত আলী যখন তরবারীর আঘাতে জর্জরিত হন তখন আমি তাঁর সকাশে উপস্থিত হই। তিনি (রা.) মাথা ঢেকে রেখেছিলেন। আমি নিবেদন করি, হে আমিরুল মু'মিনি! আপনি আমাকে আপনার ক্ষতস্থান দেখান। তিনি (রা.) ক্ষতস্থানের কাপড় খুলে ফেললেন। আমি দেখে বললাম, সামান্য আঘাত এসেছে, তেমন ভয়ের কিছু নেই। তিনি (রা.) বললেন, আমি তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি । তখন তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুম পর্দার পেছন থেকে কেঁদে উঠলেন। তিনি (রা.) তাকে বললেন, কান্না থামাও কারণ আমি যা দেখছি, তুমি যদি তা দেখতে তাহলে কাঁদতে না। আমি নিবেদন করলাম, হে আমিরুল মু'মিনি! আপনি কী দেখছেন? তিনি (রা.) বললেন, আমি দেখছি, এ হলো ফিরিশতা এবং নবীদের জামাত আর ইনি হলেন মহানবী (সা.)। অর্থাৎ আমি একটি দৃশ্য দেখি, ফিরিশতা এবং নবীদের জামাতও রয়েছে আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)ও সেখানে উপস্থিত আছেন। মহানবী (সা.) বলছেন, হে আলী! আনন্দিত হও। কেননা তুমি যেদিকে যাচ্ছ, সেটি তা অপেক্ষা উত্তম যেখানে তুমি এখন আছো। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলী (রা.) যখন ওসিয়্যত সুসম্পন্ন করলেন, তখন বললেন, আমি আপনাদের সবাইকে , আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলছি। এরপর কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ছাড়া অন্য আর কিছুই বলেন নি। এর অনতিপর তাঁর

তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে সহিত গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

আত্মা পরলোকে পাড়ি দেয়।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১৪-১১৫)

হযরত আলী বিন আবু তালেব যখন মারা গেলেন তখন হযরত হাসান বিন আলী (রা.) মিম্বরে দাঁড়ালেন আর ঘোষণা দিলেন: হে লোকসকল! আজ রাতে এমন এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে যে, পূর্বেও কেউ তার চেয়ে অগ্রগামী হতে পারে নি, আর পরেও কেউ তাঁর সমমর্যাদায় উপনীত হতে পারবে না। মহানবী (সা.) যখন তাঁকে কোন যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করতেন তখন জিবরাইল তাঁর ডানপাশে এবং মিকাইল তাঁর বাম পাশে থাকতো আর যতক্ষন আল্লাহ্ তাঁর হাতে বিজয়ের মুকুট না দিতেন ততক্ষন পর্যন্ত তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন না। তিনি কেবল ৭শত দিরহাম উত্তরাধিকার রেখে গেছেন আর উক্ত অর্থ দ্বারা তার গোলাম বা দাস ক্রয় করার ইচ্ছা ছিল। তাঁর আত্মা ঠিক সেই রাতে কবজ করা হয়, যে রাতে হযরত ঈসা (আ.)-এর আত্মা তুলে নেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ রমযানের ২৭তম রাতে। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.)'র শাহাদাতের সময় বর্ণনা করা হয়েছে ৪০ হিজরি সনের ১৭ই রমজানের রাতে। তাঁর (রা.) খেলাফতকাল ছিল চার বছর সাড়ে আট মাস।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা লি ইবনে হাজার আসাকালানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৬৮, যিকরু আলী বিন আবি তালিব, দারুল কুতুবল ইলমিয়া বেইরুত)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করছেন, তাবকাত ইবনে সা'দ -এর তৃতীয় অধ্যায়ে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রা.)-এর মৃত্যুকালীন ঘটনা হযরত হাসান (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, হে লোকসকল! আজ সেই মহান ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছেন যার কতক শ্রেষ্ঠত্বে না পূর্ববতী কেউ উপনীত হয়েছে আর না পরবতী কেউ উপনীত হতে সক্ষম হবে। মহানবী (সা.) তাঁকে যখন যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করতেন, তখন জিবরাইল তাঁর (আ.) ডান পাশে থাকতেন আর মিকাইল থাকতেন বাম পাশে। অতএব তিনি বিজয় অর্জন না করে প্রত্যাবর্তন করতেন না। তিনি কেবল মাত্র ৭শত দিরহাম উত্তরাধিকার রেখে গেছেন এবং সেই অর্থ দিয়ে তিনি এক গোলাম ক্রয়ের বাসনা রাখতেন। তিনি সেই রাতেই মৃত্যু বরণ করেছেন যে রাতে হযরত ঈসা (আ.)-এর আত্মা উর্ধ্বলোকে উন্নীত করা হয় অর্থাৎ রমযানের ২৭তম তারিখে।

(দাওয়াতুল আমীর, আনোয়ারুল উলুম, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৮)

হযরত আলীকে (রা.) তার উভয় পুত্র এবং আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (জানাযার) গোসল দিয়েছিলেন। তার (রা.) পুত্র হযরত হাসান (রা.) চার তাকবীরের মাধ্যমে তার জানাযা নামায পড়ান। তাকে তিন কাপড়ের কাফন পরানো হয়েছিল। যার মাঝে কামিজ (তথা জামা) ছিল না। সেহরির সময় তাঁকে গোরস্থ করা হয়। বলা হয়ে থাকে হযরত আলী (রা.) এর কাছে তবারক হিসেবে পাওয়া কিছু কস্তুরী ছিল, যা মহানবী (সা.) এর পবিত্র শবদেহে লাগানোর পর অবশিষ্ট ছিল। আলী (রা.) ওসীয়্যত করেছিলেন যেন তাঁর (রা.) মৃতদেহেও এই কস্তুরী লাগানো হয়।

তাঁর বয়স নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

কারো কারো মতে তঁার বয়স ছিল ৫৭ বছর। আবার কারো কারো মতে তার বয়স ছিল ৫৮ বছর। আবার কারো কারো মতে তিনি ৬৫ বছর আয়ু পেয়েছেন। কারো কারো মতে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। যদিও অধিকাংশের মতে ৬৩ বছর বয়স সংক্রান্ত রেওয়ায়েতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা লি ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১৫)

হযরত আলী (রা.) এর কবর কোথায় অবস্থিত তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। এই বিষয়ে ইতিহাসগ্রন্থে বিভিন্ন রেওয়ায়েত দেখা যায়, যা নিম্নরূপ:

হযরত আলী (রা.) কে রাতের বেলা কুফায় দাফন করা হয়েছিল এবং তার দাফনের বিষয়টি গোপন রাখা হয়। হযরত আলী(রা.) কে কুফার জামে মসজিদে দাফন করা হয়। হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাঈন (রা.) হযরত আলীর (রা.) শবদেহ মদিনায় স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং জান্নাতুল বাকীতে হযরত ফাতিমার পাশে দাফন করেছিলেন। একটি রেওয়ায়েত হলো, যখন হাসান ও হোসেন (রা.) তার লাশ এক সিন্দুকে রেখে উটের পিঠে রেখেছিলেন তখন সেই উট হারিয়ে যায় এবং সেই উটকে তাঈ গোত্র আটক করে। প্রথমে তারা সিন্দুককে মুল্যবান কোন ধনসম্পদ আছে বলে মনে করে কিন্তু যখন দেখলো সিন্দুকে লাশ রয়েছে যা তারা চিনতে পারেনি তখন লাশ সিন্দুকসহ দাফন করে দিয়েছে; কেউ জানে না যে আলীর কবর কোথায়। অন্য রেওয়ায়েতে অনুসারে, হযরত হাসান আলী (রা.)কে কুফায় জা'দা বিন খুবায়রার বংশধরদের কোন কক্ষে দাফন করেছিলেন। বলা হয় জা'দা হযরত আলী (রা.)-এর ভাগ্নে ছিল।

ইমাম জাফর সাদেক (রাহে.) বলেন, হযরত আলীর (রা. এর জানাযা রাতের বেলা পড়া হয়েছে এবং কুফায় তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর করস্থানকে গোপন রাখা হয়, অবশ্য সেটি প্রশাসক বা আমীরের প্রাসাদের নিকটেই ছিল। অপর একটি বর্ণনানুসারে হযরত আলীর (রা.) মৃত্যুর পর ইমাম হাসান তাঁর জানাযা পড়ান এবং কুফার বাইরে তাঁকে দাফন করা হয়। আর খারেজীরা হযরত আলী (রা.)-এর কবরের অসম্মান করতে পারে এই ভয়ে তাঁর কবরের স্থানটিকে গোপন রাখা হয়। কিছু শিয়া বলে থাকে, হযরত আলীর (রা.)কবর নাযাফ-এ অবস্থিত, যে স্থানটিকে বর্তমানে মাশহাদুন নাজাফ বলা হয়। একটি বর্ণনানুসারে কুফায় তাঁকে শহীদ করা হয়েছিল কিন্তু তাঁর কবর কোথায় তা জানা নেই। হযরত আলীর (রা.) মৃত্যুর পর ইমাম হাসান তাঁর জানাযা পড়ান এবং কুফার রাজধানীতে তাঁকে দাফন করা হয় এ আশংকায় যে খারেজীরা আবার তাঁর লাশের অসম্মান না করে বসে।

আল্লামা ইবনে আসীরের মতে, এটি সুবিদিত রেওয়ায়েত। আর এ কথা যে বলা হয়েছে, তার লাশ একটি পশুর ওপর রাখা হয়েছে আর সে পশুটি তাঁর লাশ নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছে তা কেউ জানতে পারেনি! তা সঠিক নয়। সে এ বিষয়ে অতিশয়োক্তি করেছে, এ বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই আর বিবেক বা শরীয়ত এর বৈধতার সাক্ষ্য দেয় না। আর যেসব অজ্ঞ রাফেযী এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, হযরত আলীর (রা.) এর মাজার মাশহাদুন নাজাফে রয়েছে, এ কথার পক্ষে কোন দলিল নেই আর না এর মাঝে কোন সত্যতা রয়েছে। বরং বলা হয়ে থাকে সেখানে হযরত মুগীরা বিন শো'বার (রা.) কবর রয়েছে।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ানিহাইয়াতু, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম ভাগ, পৃ: ৩১৬-৩১৭) (তারিখে তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃ: ৪৭৭)

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা বলেন, নাজাফে মাশহাদ নামক স্থান সম্পর্কে আলেমরা একমত যে, এটি হযরত আলীর (রা.) কবরের স্থান নয়; বরং এখানে হযরত মুগীরা বিন শো'বার (রা.) কবর রয়েছে। আহলে বায়ত, শিয়া এবং অন্যান্য মুসলমানরাও কুফায় তাদের ক্ষমতাসীন থাকা এবং তিনশত বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কখনো এ কথা বলেন নি যে, এটি হযরত আলীর (রা.) কবর। হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদতের তিনশত বছর পর এই জায়গার নাম দেওয়া হয়েছে 'মাশহাদে আলী'। তাই এই রেওয়ায়েত একেবারেই ভ্রান্ত যে সেটি হযরত আলী (রা.)-এর কবর।

(এনসাইক্লোপিডিয়া, সীরাত সাহাবায়ে কেরাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৬)

এছাড়া আল্লামা ইবনে জওযি তার ইতিহাসের পুস্তকে হযরত আলী (রা.)-এর মাজার সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন যা উপরেও বর্ণনা করা হয়েছে; অতঃপর তিনি বলেন, ওয়াল্লাহু আ'লামু আইয়্যুল আকওয়ালু আসাহ্হু। অর্থাৎ, কোন্ উক্তিটি বেশি সঠিক- তা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন।

(আল মুনতাযিম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭৮)

হযরত আলী (রা.)-এর বিবাহ এবং সন্তানসন্ততি সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি (রা.) বিভিন্ন সময়ে মোট ৮টি বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীদের নাম হল, ১) হযরত ফাতেমা বিনতে রসূলুল্লাহ (সা.) ২) খওলা বিনতে জা'ফর বিন কায়স ৩) লায়লা বিনতে মাসউদ বিন খালিদ ৪) উম্মুল বানিন বিনতে হিযাম বিন খালিদ ৫) আসমা বিনতে উমাইস ৬) সাবহা উম্মে হাবিব বিনতে রাবিয়া ৭) আমামা বিনতে আবুল আস বিন রাবি। তিনি মহানবী (সা.)-এর কন্যা সাহেবযাদী হযরত যয়নব (রা.)-এর কন্যা এবং মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্রী ছিলেন। ৮)উম্মে সাঈদ বিনতে উরওয়া বিন মাসউদ সাকফি। এই স্ত্রীদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অনেক সন্তানসন্ততি দান করেছিলেন যার সংখ্যা ৩০-এর অধিক। এর মধ্যে ১৪ জন ছেলে এবং ১৯ জন মেয়ে। তাঁর বংশ হযরত হাসান (রা.), হযরত হোসাইন (রা.), মুহাম্মদ বিন হানফিয়্যা, আব্বাস বিন কিলাবিয়্যা এবং আমর বিন তাগলু বিয়্যা-এর মাধ্যমে অব্যহত থাকে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪)(সৈয়্যদানা আলি বিন আবি তালিব, রচনা-ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ৮২-৮৩)হযরত আলী (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব চরিত্র ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin , Barisha (Kolkata)

(রা.)-এর বর্ণনায় লেখা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, আনা মাদিনাতুল ইলমি ওয়া আলিয়্যুন বাবুহা ওয়া মান আরাদাল মাদিনাতা ফালইয়া'তিল বাব। অর্থাৎ আমি জ্ঞানের শহর আর আলী এর দরজা। কেউ যদি এই শহরে প্রবেশ করতে চায় তার এর দরজার আসা উচিত।

(আল মুসতাদরাক আলা সালেহীন, তৃতীয় ভাগ, পৃ: ৩৩৯)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, হযরত আলী (রা.) একবার বলেন, সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বীর এবং সাহসী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। অতঃপর তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর জন্য যখন পৃথক একটি উঁচু স্থান প্রস্তুত করা হল তখন সবার মাঝে এ প্রশ্ন জাগে, আজ মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করা হবে? পরক্ষণেই হযরত আবু বকর (রা.) উন্মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে যান এবং এহেন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পরম বীরত্বের সাথে তাঁর (সা.) নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। একইভাবে হাদীসে রয়েছে, একবার মহানবী (সা.) বলেন, আনা মাদিনাতুল ইলমি ওয়া আলিয়্যুন বাবুহা, অর্থাৎ আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী হল এর দরজা। সুতরাং মহানবী (সা.) নিজে হযরত আলী (রা.)-কে জ্ঞানীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু খয়বরের যুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন সময়ে তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-এর হাতেই ইসলামের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন যা থেকে বোঝা যায়, মহানবী (সা.) -এর যুগে আলেমগণ ভীরু ছিলেন না বরং সর্বাধিক সাহসী ছিলেন।

(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৪-৩৬৫)

আলেমদের বীরত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, এমন এক যুগ অতিবাহিত হয়েছে যখন আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম অথচ বর্তমানে আমার সদকা তথা যাকাতের পরিমাণ ৪ হাজার দীনারে গিয়ে পৌঁছেছে। আরেক রেওয়ায়েতে ৪০ হাজার দীনারের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবু বাহার তার এক শিক্ষকের বরাতে বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে মোটা পায়জামা পরিধান করতে দেখেছি। তিনি বলেন, আমি এটি ৫ দিরহাম মূল্যে কিনেছি আর যে আমাকে ১ দিরহাম বেশি দিবে তার কাছে আমি এটি বিক্রয় করবো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-এর কাছে সামান্য কিছু দিরহামের থলে দেখেছি যে সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, এটি আমাদের ভরণপোষণের জন্য যা ইয়ামবু'র সম্পত্তি থেকে সাশ্রয়কৃত । ইয়ামবু হল মদীনা থেকে ৭ মঞ্জিল দূরে সাগর তিরবর্তী একটি গ্রাম। হযরত আলী (রা.)-এর আংটির উপর আল্লাহুল মালিক খোদাইকৃত ছিল যার অর্থ হল, আল্লাহ্ই বাদশাহ্।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৭) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৭) (লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৩, নোমানী কুতুব খানা, লাহোর)

জুমায়ে' বিন উমায়ের বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.) -এর কাছে আমার ফুফুর সাথে আসি তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, মানুষের মাঝে মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় কে ছিলেন? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত ফাতেমা। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, পুরুষদের মাঝে কে? তিনি (রা.) বলেন, তাঁর স্বামী হযরত আলী (রা.)।

(সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৮৭৪)

হযরত সা'লাবা বিন আবু মালেক বর্ণনা করেন, প্রত্যেক রণক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত সা'দ বিন উবাদা পতাকা বহন করতেন কিন্তু যখনই যুদ্ধের সময় হতো তখন হযরত আলী বিন আবি তালেব উক্ত পতাকা হাতে নিয়ে নিতেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৩)

সাকীফ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) আমাকে 'সাবূর' অঞ্চলের কর্মকর্তা বা গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এই 'সাবূর' অঞ্চল পারস্যের একটি অঞ্চল যা 'শিরাজ' হতে প্রায় একশ' মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত আলী (রা.) আমাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, কোন ব্যক্তিকে এক দিরহাম করের জন্য চাবুক মারবে না আর মানুষের রিযিকে হাত দেবে না আর শীত-গ্রীষ্মে তাদের কাপড়ের পেছনেও ছুটবে না। অর্থাৎ, এমনভাবে কর আদায় করবে না , যে কারণে তারা বিবস্ত্র হয়ে যাবে আর তাদের কাছে এমন কোন প্রাণীও চাইবে না যা তারা নিজেদের কাজে ব্যবহার করে। কাউকে এক দিরহামের জন্য দাঁড় করিয়ে রাখবে না। অর্থাৎ যে করই আদায় করতে হয় বা জিযিয়া আদায় করতে হয় করবে কিন্তু এজন্য কাউকে কোনরূপ কষ্ট দিবে না, কারো ওপর বোঝা চাপাবে না। আমি বললাম, হে আমীরুল মোমেনীন! তাহলে তো আমি আপনার কাছে সেভাবেই ফিরে আসবো যেভাবে এখন যাচ্ছি অর্থাৎ কিছুই তো পাওয়া যাবে না। হযরত আলী বলেন, তোমার কল্যাণ হোক। হ্যাঁ তুমি যদি রিক্ত হস্তেও ফিরে আস তাতে কোন সমস্যা নেই আমাদেরকে কেবল মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথা উদ্বৃত্ত সম্পদ হতে কর আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৮) (মুজামুল বালদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৮)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, তুমি আমার ভাই এবং আমার সঙ্গী।

(কুনুযুল আম্মাল, খণ্ড-১৩, পৃ: ১০ ৯)

হযরত আলী বিন রাবিয়া বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী (রা.) এর কাছেই উপস্থিত ছিলাম যখন তাঁর জন্য তার আরোহনের জন্য একটি বাহন আনা হয় । তিনি যখন রিকাবে নিজে পা রাখেন তখন তিনবার বিসমিল্লাহ বলেন। আর তিনি যখন বাহনের পিঠে সোজা হয়ে বসে পড়েন তখন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আর এরপর বলেন, سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ অর্থাৎ পবিত্র সেই সত্তা যিনি এটিকে আমাদের অধীনস্ত করেছেন অথচ আমরা এর কোন ক্ষমতাই রাখতাম না আর নিঃসন্দেহে আমরা আমাদেরপ্রভুর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো। (আযযুখরুফ: ১৪-১৫) এরপর তিনি তিনবার আলহামদুলিল্লাহ এবং তিনবার আল্লাহু আকবার বলেন। এরপর তিনি এই দোয়া পাঠ করেন যে, سُبْحَانَكَ اِنِّيْ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ অর্থাৎ তুমি পবিত্র, নিঃসন্দেহে আমি নিজ প্রাণের প্রতি অবিচার করেছি অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। এরপর তিনি মুচকি হাসেন, বর্ণনাকারী বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি হাসলেন কেন? তিনি (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এমনটিই করতে দেখেছিলাম যেমনটি আমি করেছি; এরপর তিনি (সা.) মুচকি হেসেছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, এরপর আমি নিবেদন করি হে আল্লাহর রসূল! আপনি কেন হাসলেন? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, নিশ্চয় তোমার প্রভু তার বান্দার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন যখন সে বলে, হে আমার প্রভু আমার পাপ ক্ষমা করে দাও আর নিঃসন্দেহে তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। একথায় মহানবী (সা.) মুচকি হেসেছিলেন।

(জামি তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৪৪৬)

ইয়াহিয়া বিন ইয়ামুর বর্ণনা করেন, একবার হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) বক্তৃতা করেন। আল্লাহ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করার পর তিনি বলেন, হে লোকসকল তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি শুধুমাত্র বিভিন্ন পাপে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়েছে। তাদের পুণ্যবান লোক এবং আলেম -উলামা তাদেরকে পাপ কাজ করতে বারণ করতো না। অতঃপর তারা যখন পাপের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে তখন বিভিন্ন ধরনের শাস্তি তাদেরকে ক্লিষ্টকরে। কাজেই, তোমাদের ওপরও তাদের মত আযাব আপতিত হওয়ার পুর্বেই তোমরা পুণ্যের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ। স্মরণ রেখো, পুণ্যের নসীহত করা এবং পাপ থেকে বিরত রাখা তোমাদের জীবিকাও হ্রাস করবে না আর তোমাদের মৃত্যুকেও ত্বরান্বিত করবে না।

(তফসীরুল কুরআনিল আযীম লি ইবনে আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩২)

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন ,একবার আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে এক আনসারী মহিলার ঘরে ছিলাম সেই মহিলা মহানবী (সা.)-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করেছিলেন অর্থাৎ দাওয়াত দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, এখন তোমাদের কাছে এক জান্নাতী ব্যক্তি আসবে। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আসেন, আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই। পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের কাছে এক জান্নাতী ব্যক্তি আসবে, তখন হযরত উমর (রা.)আসেন; আমরা তাকেও অভিনন্দন জানাই। এরপর তৃতীয়বার তিনি (সা.) আবার বলেন, এখন তোমাদের কাছে এক জান্নাতী ব্যক্তি আসবে, বর্ণনাকারী বলেন আমি দেখলাম তখন মহানবী (সা.) তার মাথা খেজুরের একটি ছোট চারাগাছের পেছনে আড়াল করে রেখেছিলেন আর বলছিলেন, হে আল্লাহ তুমি যদি চাও তাহলে আগমনকারী ব্যক্তি যেন আলীই হয়। অতঃপর হযরত আলী প্রবেশ করলেন আর

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

আমরা তাকেও অভিনন্দন জানালাম।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৭)

হযরত আনাসের পক্ষ থেকে বর্ণিত মহানবী (সা.) বলেছেন, জান্নাত তিন ব্যক্তির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষমান আর তারা হলেন হযরত আলী, আম্মার এবং সালমান। আবু উসমান নাহদী বর্ণনা করেন, হযরত আলী বলেন, একবার রসুল করীম (সা.) আমার হাত নিজ হাতে ধরে রেখেছিলেন আর আমরা মদিনার একটি গলি অতিক্রম করে একটি বাগানের কাছে পৌঁছি। আমি বলি, হে আল্লাহর রসুল! এই বাগান কত ই না সুন্দর! তিনি (সা.) বলেন, তোমার জন্য জান্নাতে এর চেয়েও সুন্দর বাগান রয়েছে।

(আল মুসতাদরাক আলাস সালেহীন, ৩য় ভাগ, পৃ: ৩৪৯-৩৫০)

হযরত আম্মার বিন ইয়াসের বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে মহানবী (সা.)কে এ কথা বলতে শুনেছি, 'হে আলী! আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যার চেয়ে উত্তম গুন তিনি তাঁ র বান্দাদের দান করেন নি, আর তা হলো জগতবিমুখতা। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে এমন বানিয়েছেন যে, তুমি জগত থেকে কিছু নাও না আর জগতও তোমার কাছ থেকে কিছু নেয় না অর্থ্যাৎ জাগতিক বিষয়াদির তোমার কোন আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা নেই আর জগতপূজারীরাও তোমার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখতে চায় না। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে মিসকীনদের (অসহায়দের প্রতি) ভালোবাসা দান করেছেন, তারা তোমাকে তাদের ইমাম বানিয়ে আনন্দিত আর তুমিও তাদেরকে তোমার অনুসারী বানিয়ে আনন্দিত। সুতরাং তার জন্য সুসংবাদ যে তোমাকে ভালোবাসে, এবং তোমার সম্পর্কে সত্য কথা বলে। আর ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তোমার সম্পর্কে মিথ্যা বলে। যারা তোমার প্রতি ভালোবাসা রাখে এবং তোমার সম্পর্কে সত্য কথা বলে তারা জান্নাতে তোমার ঘরের প্রতিবেশী হবে এবং তোমার প্রাসাদে তোমার সঙ্গী হবে। আর যারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আর তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এই দায়িত্ব নিয়ে রেখেছেন যে, কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে চরম মিথ্যাবাদীদের দাঁড়ানোর স্থানে দাঁড় করাবেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৬-৯৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'জান্নাতের যে স্তরে আমি থাকবো সে স্তরে আলী ও ফাতেমাও থাকবে'।

(বারকাতে খিলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৪)

হযরত আলী (রা.)-এর 'আশারা মুবাশ্শারা'র অন্তর্ভু ক্ত থাকার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) আশারা মুবাশ্শারা অর্থাৎ সেই দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যারা এই পৃথিবীতেই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র মুখে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বর্ণনা করেন, আমি নয়জন ব্যক্তি সম্পর্কে এই কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতি। আর আমি যদি দশম ব্যক্তি সম্পর্কেও এই সাক্ষ্য প্রদান করি তাহলেও আমি গুনাহগার হবো না। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সেটা কীভাবে? তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হেরা পাহাড়ে ছিলাম, হঠাৎ সেটি কাঁপতে শুরু করে। এতে তিনি (সা.) বললেন, হে হেরা! স্থির হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তোমার বুকে কোন নবী বা সিদ্দীক অথবা শহীদ দাঁড়িয়ে আছে। কেউ একজন প্রশ্ন করল, সেই দশ জান্নাতী ব্যক্তি কারা-কারা? হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং, আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ এবং আব্দুর রহমান বিন অওফ। জিজ্ঞেস করা হল, দশম ব্যক্তিটি কে? তখন সাঈদ বিন যায়েদ বলেন, সেই ব্যক্তি আমি।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৫৭)

এখন যে ঘটনাটি বর্ণনা করতে যাচ্ছি, তা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু নিজের রিপুকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ও অহমিকা বা আমিত্বকে দূর করা প্রসঙ্গে এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, এজন্য এটি পুনরায় এস্থলে উল্লেখ করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু একবারএক শত্রুর সাথে লড়াই করছিলেন এবং কেবল খোদা তা'লার খাতিরেই লড়ছিলেন। অবশেষে হযরত আলী তাকে ধরাশায়ী করেন এবং তার বুকে চড়ে বসেন, তখন সে চট করে হযরত আলীর মুখে থুথু দেয়। তিনি (রা.) তৎক্ষণাৎ তার বুকের উপর থেকে নেমে পড়েন এবং তাকে ছেড়ে দেন। একারণে (ছেড়ে দেন) যে ,এতক্ষণ পর্যন্ত তো আমি শুধুমাত্র খোদার খাতিরে তোমার সাথে লড়াই করছিলাম। কিন্তু এখন যখন কিনা তুমি আমার মুখে থুথু দিয়েছ, তাই এখন আমার প্রবৃত্তিরও কিছুটা অংশ এতে যুক্ত হয়ে যায়। তাই আমি রিপু বা প্রবৃত্তির বশে তোমাকে হত্যা করতে চাই না। এথেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি নিজের ব্যক্তিগত শত্রুকে শত্রু মনে করেন নি। তিনি (আ.) জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, নিজের ভেতর এরূপ স্বভাব ও অভ্যাস সৃষ্টি করা উচিত। যদি ব্যক্তিগত লোভ বা ব্যক্তিস্বার্থের জন্য কাউকে দুঃখ দেয় এবং শত্রুতার গণ্ডি প্রসারিত করে, তাহলে খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করার মত এর চেয়ে গুরুতর বিষয় আর কী হবে? (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১০৫)

অপর এক স্থলে তিনি (আ.) এই বিষয়ের ওপর আরও বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও ঐশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হযরত আলী (রা.)-এর একটি ঘটনা থেকে শিক্ষা নাও। লেখা আছে, হযরত আলীর এক কাফের পালোয়ানের সাথে যুদ্ধ হয়; বারবার তিনি তাকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে তার হাত থেকে ফসকে যায়। অবশেষে যখন তাকে ধরে ভালভাবে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন ও তার বুকের উপর চড়ে বসেন এবং ছুরি দিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করতে উদ্যত হন, তখন সে নিচে থেকে তার মুখে থুথু দেয়। সে যখন এমন কাজ করে, তখন হযরত আলী তার বুক থেকে উঠে দাঁড়ান এবং তাকে ছেড়ে দেন ও (তার থেকে) পৃথক হয়ে যান। এতে সে অবাক হয় এবং হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করে, আপনি এত কষ্ট করে আমাকে ধরলেন, আর আমি আপনার প্রাণের শত্রু এবং আপনার রক্তপিপাসু। কিন্তু এভাবে বাগে পেয়েও আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেন! ব্যাপার কী?' হযরত আলী উত্তরে বলেন, ব্যাপার হল, তোমার সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। যেহেতু তুমি ধর্মীয় বিরোধের কারণে মুসলমানদের কষ্ট দাও, সেজন্য তুমি হত্যাযোগ্য; আর আমি কেবল ধর্মীয় প্রয়োজনে তোমার সাথে লড়ছিলাম। কিন্তু তুমি যখন আমার মুখে থুথু ফেললে এবং এর ফলে আমি ক্ষুব্ধ হই, তখন আমি ভাবলাম, এখন ব্যক্তিগত বিষয় মাঝে ঢুকে গেছে, এখন তাকে কিছু বলা সঙ্গত হবে না; যেন আমাদের কোন কাজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে না হয়। যা-ই করি, তা সবই যেন আল্লাহ্ তা'লা খাতিরে করি। যখন আমার এই অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং এই ক্রোধ প্রশমিত হবে, তখন তোমার সাথে পুনরায় সেই আচরণই করা হবে। একথা শুনে সেই কাফেরের মনে এমন প্রভাব পড়ে যে, তার মন থেকে সব কুফরী দূরীভূত হয়ে যায় এবং সে ভাবল, পৃথিবীতে এই ধর্মের চেয়ে ভাল আর কোন ধর্ম হতে পারে, যার শিক্ষার প্রভাবে মানুষ এমন পবিত্র সত্ত্বায় পরিণত হয়? তাই সে তখনই তওবা করে মুসলমান হয়ে যায়। "

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ:২১৯)

অতএব, এটি হল প্রকৃত তাকওয়া যা ফলাফলও প্রকাশ করে থাকে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'ও এই ইহুদীর সাথে হযরত আলীর লড়াইয়ের ঘটনাটি মোটামুটি অনুরূপভাবেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা.) এক যুদ্ধে লড়ছিলেন। একজন অনেক বড় শত্রু, যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব কম মানুষ-ই করতে পারতো, হযরত আলীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে আসে এবং কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত তাঁর ও সেই ইহুদী পালোয়ানের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। অবশেষে কয়েক ঘন্টার লড়াইয়ের পর তিনি (রা.) সেই ইহুদিকে নিচে ফেলে দেন এবং তার বুকের উপর চেপে বসে খঞ্জর দিয়ে তার গলা কেটে ফেলার মনস্থ করেন। এমন সময় সেই ইহুদি আকস্মিকভাবে তাঁর মুখে থুতু ফেলে। তিনি (রা.) তাকে ছেড়ে দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে দাঁড়িয়ে যান। এতে সেই ইহুদি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলে, এ তো অদ্ভুত বিষয়! কয়েক ঘন্টার যুদ্ধের পর আপনি আমাকে পরাস্ত করলেন আর এখন হঠাৎ করেই আমাকে ছেড়ে পৃথক হয়ে গেলেন, এটি আপনি কী ধরণের বোকামি করলেন? হযরত আলী (রা.) উত্তরে বলেন, আমি কোন বোকামি করি নি, বরং আমি যখন তোমাকে পরাস্ত করলাম আর তুমি আমার মুখে থুতু ছুড়ে মারলে তখন হঠাৎ করেই আমি রুষ্ট হই যে, সে আমার মুখে থুতু দিল কেন? কিন্তু পরক্ষণেই আমি ভাবলাম, এতক্ষণ আমি যা কিছু করেছিলাম তা খোদার জন্য করছিলাম কিন্তু এখন যদি আমি লড়াই চালিয়ে যাই তাহলে তোমার মৃত্যু হবে আমার নিজের ক্রোধের ফলে। অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) বলেন, সেই ইহুদিকে হত্যা করা আমার ব্যক্তিগত ক্রোধের জন্যও হতে পারে, খোদার সন্তুষ্টি জন্য হবে না। তাই এখন তোমাকে ছেড়ে দেওয়াই আমি সঙ্গত মনে করলাম। রাগ প্রশমিত হলে পুনরায় আমি তোমাকে পরাস্ত করব।"

(আনোয়ারুল ইসলাম, খণ্ড-১৬, পৃ: ১৩২)

বাকি আলোচনা পরবর্তীতে হবে ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। আজ নববর্ষের প্রথম দিন এবং প্রথম জুমুআ। আপনারা দোয়া করুন- এ বছরটি যেন জামা'তের জন্য, পৃথিবীর জন্য এবং মানবতার জন্য কল্যাণকর হয়। আমরাও যেন আমাদের দায়িত্ব পালন করে পূর্বের তুলনায় বেশি খোদা তা'লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সেজদাবনত হই এবং নিজেদের ইবাদতের মান বৃদ্ধি করি। এছাড়া

জগদ্বাসীও যেন নিজেদের জন্মের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানকারী হয় এবং পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার পদদলিত করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসরণের মাধ্যমে পরস্পরের অধিকার প্রদান করে। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লা নিজের রীতি অনুসারে জগদ্বাসীকে তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। আমরা নিজেরা এবং পৃথিবীর সকল মানুষ যদি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করে নিজেদের ইহলোক ও পরলোক সুসজ্জিত ও সুনিশ্চিৎ করতে পারতাম!

গত এক বছর যাবৎ আমরা একটি ভয়ঙ্কর মাহামারীর মুখোমুখী আর পৃথিবীর কোন দেশই এই মহামারী থেকে মুক্ত নয়। কোথাও একটু কম আর কোথাও বেশি কিন্তু মনে হয় পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এদিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চায় না যে, কোথাও এই মহামারী আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধের জন্য আসে নি তো? এটি ভাবতে চায় না। এমন তো নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আলোড়িত-আন্দোলিত করতে চান, (কিছু) বলতে চান এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। এমুখী চিন্তা কারো নেই।

কয়েক মাস পূর্বেই আমি বেশ কিছু সরকার প্রধানকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে পত্র লিখেছিলাম আর কোভিড-এর বরাতে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, এসব দুর্যোগ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমাদের দায়-দায়িত্ব ভুলে যাওয়ার ফলে এবং তা পালন না করার কারণে বরং নিপীড়ন নির্যাতনে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণে আসে; এজন্য এদিকে দৃষ্টি দিন। কোন কোন রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরও দিয়েছেন, কিন্তু তাদের উত্তর ছিল, আমরাও এটিই চাই অর্থাৎ জাগতিক ধ্যানধারণা প্রসূত উত্তর ছিল। জগতমুখী কথা বলেছে, ধর্মমুখী কথা বলে নি। তাতে (অর্থাৎ আমার পত্রে) অনেক বড় একটি অংশ যে খোদা সংক্রান্ত ছিল এর উল্লেখই করে নি। (তারা বলেছে যে) অবশ্যই এমন হওয়া উচিত, কিন্তু এসব লোক তাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপও নিতে চায় না আর জাতির প্রতি সহমর্মি হয়ে জাতিকে সত্যিকার লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগীও করতে চায় না। অথচ তারা জানে এই মহামারী পরবর্তী পরিণাম খুবই ভয়ানক হবে। এ বিষয়টি পৃথিবীর প্রত্যেক নেতা, প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষ এবং প্রতিটি বিশ্লেষক অবগত আছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সঠিক সমাধানের প্রতি এদের কোন দৃষ্টি নেই, কেবল জাগতিক চেষ্টাপ্রচেষ্টাতেই তাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ।

এই রোগের ফলে প্রত্যেক আক্রান্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে প্রভাবিত তো হচ্ছেই কিন্তু মোটের ওপর অর্থনৈতিকভাবেও প্রভাবিত হচ্ছে বরং বড়বড় সম্পশালী রাষ্ট্রের অর্থনীতিও পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। জগদ্বাসীর কাছে এর শধুমাত্র একটিই সমাধান রয়েছে যে, যখন এরূপ অবস্থা দেখা দিবে অর্থাৎ যখন অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে তখন অন্যান্য ছোট ছোট দেশগুলোর অর্থনীতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে, তাদেরকে কোনভাবে নিজেদের জালে ফাঁসাতে হবে, নিজেদের ফাঁদে ফেলতে হবে আর বিভিন্ন অজুহাতে তাদের সম্পদ করতলগত করতে হবে। এর জন্য ব্লক তৈরী হবে আর তা হচ্ছেও। শীতল যুদ্ধ পুনরায় শুরু হবে আর এখন তো বলা হচ্ছে, এক প্রকার শুরু হয়েই গিয়েছে। আর অসম্ভব নয় যে অস্ত্রের যুদ্ধও হবে আর যা হবে অত্যন্ত ভয়ংকর । তখন এরা আরো একটি গভীর কূঁপে নিপতিত হবে। দরিদ্র দেশগুলো তো পূর্বেই পিষ্ট হয়ে রয়েছে, কিন্তু এখন ধনী দেশগুলোর জনসাধারণও পিষ্ট হবে আর খুবই মারাত্মকভাবে পিষ্ট হবে।

তাই পৃথিবী এমন অবস্থায় পৌঁছানোর পূর্বেই আমাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করে জগদ্বাসীকে সতর্ক করা উচিত। অতএব এই বছর শুভেচ্ছা জানানোর বছর বলে তখনই পরিগণিত হবে যখন আমরা আমাদের দায়িত্বাবলী এই আঙ্গিকে পালন করব অর্থাৎ মানুষকে বুঝাবো, জগদ্বাসীকে বুঝাব। এটি স্পষ্ট যে, এসব কিছু করার জন্য আমাদের নিজেদের অবস্থাও খতিয়ে দেখতে হবে। আমরা যারা যুগের ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীকে মেনেছি, আমাদের নিজেদের অবস্থা কি এরূপ হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানের পাশাপাশি কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর বান্দার অধিকারও প্রদান করছি নাকি এখনো আত্মসংশোধন এবং পারস্পরিক প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার আবেগ অনুভূতিকে এক অসাধারণ মানে উপনীত করা বাকী আছে? তাই প্রত্যেক আহমদীর ভাবা উচিত, কেননা তার ওপর অনেক বড় কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে আর সেটি সম্পাদন করার জন্য সর্বপ্রথম নিজের মাঝে অর্থাৎ আহমদী সমাজে প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করুন, এরপর বিশ্ববাসীকে সেই পতাকাতলে সমবেত করুন যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমুন্নত করেছেন আর যা আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের পতাকা। (এরূপ করলে) তবেই আমরা বয়আতের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারব, তখনই আমরা বয়আতের দায়িত্ব পালনকারী বলে সাব্যস্ত হব, তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হব আর তখনই আমরা নতুন বছরের শুভেচ্ছা আদান প্রদানের যোগ্য হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন আর প্রত্যেক আহমদী নরনারী, আবালবৃদ্ধবনিতা এই বিষয়টি অনুধাবন করে এই অঙ্গীকার করুন যে, এই বছর আমি পৃথিবীতে এক বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থ ব্যয় করব। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এর তৌফিক দান করুন।

বর্তমানে আমি পাকিস্তান ও আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য দোয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদেরকে আপনারা নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখুন। পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে কতক মোল্লা এবং সরকারী কর্মকর্তারা অত্যাচার করে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা সংশোধনের অযোগ্য এরূপ লোকদের অতি সত্বর পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। আল্লাহ্ তা'লা জানেন কাদের সংশোধন হবে আর কাদের হবে না। যাদের সংশোধন হওয়ার নয় তাদের শীঘ্র পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। রসূল অবমাননার যে আইনের অধীনে এসব লোক আহমদীদের ওপর অত্যাচার করার চেষ্টা করছে এবং আহমদীদের নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষার জন্য যেসব মাধ্যম রয়েছে এমন প্রত্যেক মাধ্যমের ওপর তারা নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা করছে , আল্লাহ্ তা'লা এ অন্যায়কে দ্রুত দূর করে দিন আর আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিন। প্রকৃতপক্ষে এরাই 'রহমাতুল্লিল আলামীন' নামের দুর্নাম করছে আর আহমদীরা তো রসূলে করীম (সা.)-এর সম্মানের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।আজ পৃথিবীকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করার কাজ বরং প্রকৃত কাজ সবচেয়ে বেশি আহমদীরাই করছে বরং বলা উচিত প্রকৃত কাজ কেউ যদি করে থাকে তবে আহমদীরাই করছে।

সুতরাং, এই জগতপূজারীরা রাষ্ট্রক্ষমতার অহমিকায় আমাদের ওপর অত্যাচার করতে পারে কিন্তু তাদের স্মরণ রাখা উচিত! আমরা সেই আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখি যিনি সর্বোত্তম অভিভাবক এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী। সেই খোদা যিনি সর্বোত্তম অভিভাবক এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী, নিশ্চিতভাবে তাঁর সাহায্য এসে থাকে এবং অবশ্যই আসছে। আর যখন আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য আসে তখন এসব জগতপূজারী এবং যারা নিজেদের শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর মনে করে থাকে এমন লোকদের কোন চিহ্নও অবশিষ্ট থাকে না । কাজেই আমাদের দায়িত্ব হলো দোয়ার মাধ্যমে আমাদের ইবাদতকে প্রাণবন্ত করা আর যদি আমরা এরূপ করতে সক্ষম হই তাহলেই আমরা সফলকাম।

আলজেরিয়ার ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে, সবাইকে কারামুক্ত করে দিয়েছে। আসলে সেখানে একটি আদলত সবাইকে মুক্তি দিয়েছে এবং আরেকটিও সামান্য কিছু জরিমানা করে প্রায় সবইকে মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এখনও সেখানে কিছু আহমদী কারাবন্দী জীবন কাটাচ্ছেন। আপনারা তাদের জন্যও দোয়া করবেন যেন তাদেরও শিঘ্রই মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি হয়।পাকিস্তানের কারাবন্দীদের মুক্তির জন্যও দোয়া করুন। আমাদের আনন্দ নববর্ষের হোক কিংবা ঈদের, প্রকৃত আনন্দ তো তখন হবে যখন আমরা পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের পতাকা উড্ডীন করতে সক্ষম হব যা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন। আনন্দ তখন হবে যখন মানুষ মানবিক মূল্যবোধ অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। যখন পারস্পরিক ঘৃণাসমূহ ভালোবাসায় রূপান্তরিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শীঘ্রই এই আনন্দের উপকরণ দান করুন। মুসলিম উম্মাকেও আল্লাহ্ সুবুদ্ধি দিন যেন তারা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.)কে মানতে পারে এবং জগদ্বাসীকেও বিবেকবুদ্ধি দান করুন যেন তারা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী হয়। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি দেশের সকল আহমদীকে স্বীয় নিরাপত্তার আশ্রয়ে রাখুন আর এ বছর প্রত্যেক আহমদী ও প্রতিটি মানুষের জন্য কৃপা ও কল্যাণের বছর হোক। বিগত বছর যে সমস্ত ঘাটতি রয়ে গেছে ও ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে কিংবা আমাদেরকে কতিপয় পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রাখার কারণ হয়েছে, এসব কিছু থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে স্বীয় পুরস্কার ও কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী করুন এবং আমরা যেন প্রকৃত মু'মিন হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

৬ই জুন, ২০১৫

তুর্ক অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

সর্বপ্রথম তুর্ক জাতির সদস্যদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার সাক্ষাত করেন। এবছর পুরুষ ও মহিলা সমেত মোট ৪৬জন তুর্ক অতিথি জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সাক্ষাতের শুরুতে হুযুর আনোয়ার সর্বপ্রথম সদস্যদের কাছে কুশল বার্তা জানতে চান। প্রত্যেক সদস্য হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করে আনন্দিত, সেকথা তারা হুযুরকে জানান। দলের সদস্যরা জলসার নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রশংসা করেন।

এক আহমদী বন্ধু হুযুর আনোয়ারকে সম্বোধন করে বলেন, 'হুযুর আমি আপনাকে ভালবাসি।' হুযুর তাকে বলেন,'আমিও আপনাকে ভালবাসি।'

* একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মুসলমানেরা অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তিনি এও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমণ হবে। সমস্ত মুসলমান সেই মসীহ ও মাহদীর আগমেণর প্রতীক্ষা করছে, কিন্তু আমরা, অর্থাৎ আমরা জামাত আহমদীয়া বিশ্বাস করে যে মসীহ ও মাহদী এসে গিয়েছেন, আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সকল ধর্মকে এক হাতে সমবেত করতে এসেছিলেন, এক জাতি সত্তায় পরিণত করতে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফতের ধারা সূচিত হয়েছে আর তাঁর মান্যকারীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমান জামাত আহমদীয়ায় যোগ দেয় আর আমাদের সংখ্যা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এক তুর্ক আহমদী বলেন, 'আমরা তুর্কিরা আপনাকে খুব ভালবাসি। দশ-পনেরো বছর পূর্বে কেবল তিন চার জন তুর্ক আহমদী দেখা যেত। এখন আল্লাহ্ কৃপায় আমাদের আহমদীদের এক বড় সংগঠন রয়েছে। দোয়া করুন, তুর্কিতে যেন দ্রুত জামাত বৃদ্ধি পায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। আর এখন এই কাজ তো আপনাদেরকেই করতে হবে।'

এক তরুণ ছাত্র নিবেদন করে, 'আমার পরীক্ষায় সফলতার জন্য দোয়া করুন।'

হুযুর আনোয়ার বলেন, খোদা আপনাকে সফল করুন। আল্লাহ্ আপনাকে সফল করবেন।

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি তার মায়ের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন: 'আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন।'

এক সদস্য প্রশ্ন করেন,' আমরা জলসার মাঝে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ব্যস্ততা দেখেছি। হুযুর আনোয়ার কিভাবে এত বোঝা বহন করেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যখন খোদা তা'লা দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তবে সাহায্যও তিনিই করেন। দোয়া করুন যে খোদা তা'লা আপন সাহায্যের হাত যেন অনবরত প্রসারিত রাখেন। আপনাদের এই দোয়া করা উচিত।

এক নবাগত আহমদী নিবেদন করেন, 'আমি খোদার কৃপায় ছয় মাস পূর্বে আহমদী হয়েছি। এই মুহূর্তে হুযুর আনোয়ার কে দেখে আমি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছি। পৃথিবীর কোটি কোটি আহমদী হুযুর আনোয়ার কে স্বপ্নে দেখার জন্যও আকুল হয়ে থাকেন, কিন্তু আমরা কতই না সৌভাগ্যবান যে তাঁর সামনেই বসে আছি। তিনি বলেন, আমার তিন ভাগ্নে আহমদী নয়। তারা আমার সঙ্গে এসেছে। তাদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকেক আহমদী হওয়ার তৌফিক দেন আর সারা পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেয়।

এক সদস্য প্রশ্ন করেন, 'আমাদের এবং অ-আহমদীদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা সেই সব বিষয় নিয়েই বেশি লাফালাফি করে যেগুলিতে মতবিরোধ রয়েছে। এই দূরত্বকে কিভাবে দূর করা যায়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর প্রশ্নের উত্তরে বলেন: বলা উচিত যে আমাদের মধ্যে যে যে বিষয়গুলির মধ্যে মিল আছে, সেগুলি নিয়ে ঐক্যমত তৈরী কর। খোদা তা'লা কুরআন করীমে একটি নীতি বর্ণনা করেছেন যে, এক অভিন্ন বিষয়ের উপর তোমরা এক্যমত হও।

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আহলে কিতাবদের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হলে মুসলমানদের ক্ষেত্রে কেন নয়? বর্তমানে প্রয়োজন মানবতার। মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত রাখা প্রয়োজন। সকলকে এর উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। খোদা তা'লার অধিকাংশ আদেশই হল মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে। ধর্ম তো পরের বিষয়। আপনাদের কাজ অপরকে বোঝানো। আর বিরোধীতা করা যাদের কাজ , তারা তো করবেই।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: পাকিস্তানে মোল্লাদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা রয়েছে। তারা কথা শুনতে চায় না। কিন্তু আফ্রিকায় উলেমারা কথা শোনে। আর সত্য অনুধাবন করার পর তারা নিজেদের অনুগামীসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেয়। যাকে খোদা তা'লা হিদায়ত দেওয়ার, তিনি তাকে হেদায়াত দেন। আর যাদের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, তারা কিভাবে হিদায়াত পেতে পারে?

সাক্ষাতের পর তুর্ক সদস্যরা নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। হাসান ওডাবাসি নামে এক সদস্য নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: 'হুযুর যখন ঘরে প্রবেশ করলেন, আমি দেখলাম ঘরটি জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এর থেকে আমার মন প্রশান্তি লাভ করে। তিনি আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে আমাদের গ্রহণ করেছেন, আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আমরা আল্লাহ্র কাছে তাঁর গৃহীত হওয়া দোয়া থেকে অংশ পেয়েছি। তিনি আমাদের সকলের জন্য এবং তুর্কির জামাতের জন্যও দোয়া করেছেন।

করীম মাহমুদ নামে এক সদস্য বলেন: জীবনে এই প্রথমবার আমাদের প্রিয় প্রভুকে এত কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেলাম। এই সাক্ষাতের প্রতিটি মুহূর্ত আমার মধ্যে শিহরণ জাগানো অনুভূতি তৈরী করেছে। হুযুর আনোয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি অনুসারে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। যেভাবে তিনি উত্তর দিয়েছেন তা উপভোগ্য ছিল।

অতিথিদলের মধ্যে ১২ বছরের এক অমুসলিম কিশোরও ছিল। সে নিজের ভাবাবেগ ব্যক্ত করে বলে, 'হুযুর আনোয়ারের চেহারা দেখার পর আনন্দে আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। আজ আমি ভীষণ আনন্দিত।

ওগান সেন নামে এক আহমদী বলেন: এটি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত ছিল। এই সাক্ষাতের সুখকর অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

সেন উতেবে নামে এক অ-আহমদী বন্ধু নিজের আবেগ অনুভূতির কথা জানিয়ে বলেন, 'এই সাক্ষাত আমার জন্য অবিশ্বাস্য ও অবর্ণনীয়ও বটে। তাঁর ব্যক্তিত্বে এক অসাধারণ আকর্ষণ পাওয়া যায়।

এক অ-আহমদী বন্ধু, যাঁর নাম আব্দুল্লাহ্, তিনি বলেন, খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করেছি। আমি দেখেছি বাতাসে আধ্যাত্মিকতার তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছিল।

এরতেকিন নামে এক ভদ্রলোক বলেন: হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার মত ভাষা আমার নেই। যুগ খলীফার সত্তা ভালবাসা ও প্রশান্তি দায়ক।

সারা ইউরলু সাহেবা বলেন: আমি তাঁকে মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল পেয়েছি। হুযুর আনোয়ার অত্যন্ত স্নেহভরে আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে এত বেশি সময় ও মনোযোগ দিয়েছেন।

এসরা সাহেবা বলেন, আমি হুযুরের সামনে নিজেকে অন্য এক জগতে অনুভব করছিলাম। তাঁর সত্তা অত্যন্ত প্রতাপময়।

আয়েবিন নামে এক ভদ্রমহিলা হুযুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত প্রসঙ্গে বলেন: এই সাক্ষাতে প্রতিটি বিষয়ই তাঁর কাছে ভীষণ পছন্দীয়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

মনে হয়েছে। সাক্ষাতকালে আমার ভাই হাসান ওডাবাস যখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল 'প্রিয় আকা! সমস্ত তুর্কি আহমদী আপনাকে ভালবাসে, তখন আমার ভীষণ আনন্দ হয়, কেননা, তিনি সকল তুর্কি আহমদীর হৃদয়ের কথা বলে দিয়েছিলেন। এছাড়াও এত বেশি তুর্কি আহমদীকে একজায়গায় একত্রিত দেখে আন্তরিক আনন্দ পেয়েছি।

আকানা নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন: এমন পূর্ণাঙ্গীন ব্যবস্থাপনা দেখে মানুষের মনে প্রশ্ন ও উৎসুকতা জাগে যে এটি সত্যিই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে নয় তো?

স্লোভেনিয়ান অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

স্লোভেনিয়া থেকে আটজনের এক অতিথিদল এসেছিল।

সাক্ষাতের শুরুতে হুযুর আনোয়ার (আই.) সদস্যদের কাছে কুশল বার্তা জানতে চান এবং একে একে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচিত হন।

দলের এক সদস্য বলেন, তিনি বোটানিক্যাল গার্ডেনে কাজ করেন। হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে তাঁর বাগানে কি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চারাগাছ রয়েছে? ভদ্রলোক বলেন, সব ধরণের চারা গাছ রয়েছে।

দলের দুই সদস্যা পরিবহন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, আমরা জীবনে মুসলমানদের এত বড় অনুষ্ঠান এই প্রথম দেখলাম। আমরা এতে প্রভাবিত হয়েছি। প্রতিটি বিষয় ছিল সুশঙ্খল আর প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে ভালবাসা বিনিময় করছিল। ব্যবস্থাপনা খুবই সুন্দর ছিল। হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্বে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, তাঁর সত্তা এক জ্যোতির্ময় সত্তা। হুযুর আনোয়ার আমাদের পেশার বিষয়েও কথা বলেছেন। আমরা এখন ইসলাম সম্পর্কে সমস্ত দিক থেকে আশ্বস্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছি।

আরব অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

আরব অতিথিদের সংখ্যা প্রায় পাঁচশ ছিল, যাদের মধ্যে ৩০০ জার্মানীতে বাস করেন বাকিরা ফ্রান্স, বেলজিয়াম, স্পেন এবং অন্যান্য দেশ থেকে জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। সাক্ষাতের শুরুতে হুযুর আনোয়ার সকলের কুশল বার্তা জানতে চান।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ফ্রান্স থেকে যারা এসেছেন, হাত তুলুন। অনেকে হাত তোলেন। হুযুর বলেন, জার্মানী, বেলজিয়ামে থাকা আরবদের উচিত নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ফ্রান্সের বাসিন্দারা এগিয়ে যাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা যদি আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন, আর আহমদীয়াতকে সত্য মনে করে গ্রহণ করে থাকেন,তবে এই বাণীকে অপরের কাছে এবং নিজ ভাইদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আপনাদের কর্তব্য। কেননা, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, তোমরা যা কিছু নিজেদের জন্য পছন্দ কর, তা অন্যের জন্যও পছন্দ কর। তাই অন্যদেরকে আহমদী বানানোও আপনাদের কর্তব্য।

এক আরব ভদ্রলোক বলেন, এখানে এসে ইসলামের সেই প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি যা উগ্রবাদের অবসান ঘটায়। একমাত্র জামাত আহমদীয়াই ইসলামের সঠিক শিক্ষা উপস্থাপন করে এবং এর উপর অনুশীলন করে। বর্তমানে ইরাকে অত্যন্ত উগ্রবাদীতাপূর্ণ কার্যকলাপ ঘটে চলেছে, আমরা কিভাবে এই পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: সিরিয়া ও অন্যান্য দেশের এটিই বর্তমান অবস্থা। সর্বত্র কেবল উগ্রবাদ চোখে পড়ছে। এটি সেই অস্থিরতার পরিণাম যা জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে। সাধারণ মানুষ দেখছে যে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে,যেখানে তারা প্রকৃত ইসলাম দেখতে পায় না আর যে ইসলাম তাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তার সঙেগ প্রকৃত ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা কেবল দোয়াই করতে পারি, খোদা তা'লা যেন এই অস্থিরতা দূর করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই অস্থিরতা দূর করার উপায়ও আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছিলেন। চোদ্দশ বছর পূর্বে আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে যখন ইসলামের কেবল নামটুকু অবশিষ্ট থাকবে, সব কিছুর মধ্যে বিকৃতি দেখা দিবে, সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হিদায়াতের জন্য মসীহ ও মাহদীকে আবির্ভূত করবেন। তাঁকে তোমরা গ্রহণ করো। অতএব সেই মসীহ ও মাহদীকে গ্রহণ করার মাধ্যমেই সেই অস্থিরতা দূরীভূত হবে। আজ কেবল জামাত আহমদীয়া-ই প্রকৃত ইসলামের চিত্র তুলে ধরে আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তথা যুগের ইমামকে মান্য করার পরিণামেই এই প্রকৃত শিক্ষা জামাতের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার প্রশ্নকর্তাকে বলেন, আরও অনেক সৎ প্রকৃতির মানুষ আছেন যারা চান পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। তাই আপনাদের এবং অন্যান্য সৎ প্রকৃতির মানুষদেরও উচিত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

মধ্যপ্রাচ্যের এক আরব অতিথি বলেন, ইরাকে উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসপূর্ণ কার্যকলাপের অবসানের জন্য কি করণীয়। সেখানে কি মুবাল্লিগদের পাঠানো উচিত কিম্বা কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: কেবল ইরাকেই নয়, এর মধ্যে লিবিয়াও রয়েছে,যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও সিরিয়াও আছে, এখানেও বিভিন্ন গোষ্ঠী চরমপন্থা অবলম্বন করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, দেশগুলির উচিত আলোচনায় বসা। ইসলামী দেশগুলির সংগঠন ও.আই.সি অপর দেশ ও পরাশক্তিগুলির মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেদের দেশের নেতাদেরকেই কেন একত্রিত করে না? তাদের উচিত নিজেদের নেতাদের নিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে বসে আলোচনা করা এবং মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। আমরা যখন সকলেই এক খোদা, এক রসূল এবং এক কিতাবুল্লাহ্র মান্যকারী, তবে আমাদের যাবতীয় মতানৈক্য ত্যাগ করে মানবীয় মূল্যবোধকে স্বীকার করা এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা একা মানুষের কাজ নয়। জুমআর খুতবায় আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকি আর আরব দেশসমূহের পরিস্থিতির উল্লেখ করে জামাতকে দোয়ার বিষয়ে আহ্বান করি, আর মুসলমান নেতাদের বোঝাই যে, ঐক্যবদ্ধ হোন এবং নিজেদের মধ্যে বসে আলোচনা করুন। কেন অপরের নেতৃত্বে চলে নিজেদের ধ্বংস করছেন? তাদেরকে বলা উচিত যে, আমাদের মাঝে যে যে বিষয়গুলি অভিন্ন, সেগুলি নিয়ে ঐক্যমত তৈরী করুন। খোদা তা'লা কুরআন করীমে এই নীতিই বর্ণনা করেছেন। এক বিষয়ের দিকে এসে যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে অভিন্ন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আহলে কিতাবদের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হলে মুসলমানদের ক্ষেত্রে কেন হবে না? আজ প্রয়োজন মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার। সকলকে এর উপর ঐক্যমত হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পরাশক্তিগুলি এই মুসলমান দেশগুলিকে ধ্বংস করতে উদ্যত; অথচ এরা নিজেদের পারস্পরিক মতবিরোধ নিয়ে পড়ে আছে, কেন ঐক্যবদ্ধ হয় না?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমার একটা কৌতুক মনে পড়ল যা কয়েকদিন আগে কেউ আমাকে পাঠিয়েছিল। এক ব্যক্তি নদীতে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। অন্য এক ব্যক্তি এসে তাকে বাধা দেয় এবং জিজ্ঞাসা করে যে সে কোন ফির্কার সঙ্গে যুক্ত? সে উত্তর দেয় যে অমুক ফির্কার সঙ্গে যুক্ত। সে তখন জানায় যে সেও মুসলমান। এরপর আত্মহত্যার জন্য আসা ব্যক্তিটি জানায় যে সে অমুক মৌলবীর পিছনে নামায পড়ে। তখন বাধাদানকারী সেই ব্যক্তি বলল তবে তো তুমি কাফের, তোমার মরাই ভাল। একথা বলেই সে তাকে নদীতে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পরিস্থিতি যখন এমন হয়, তখন কিই বা করা যায়? কাজেই মতভেদ দূরা করা উচিত, তবেই এরা রক্ষা পেতে পারে।

এক আরব ভদ্রলোক শিয়াদের সম্পর্কে জানতে চায় যে, জামাত আহমদীয়ার তাদের সম্পর্কে অভিমত কি? শিয়ারা খলীফাগণের উপর যে জঘন্য অপবাদ আরোপ করে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর অপবাদ আরোপ করে এবং কতিপয় সাহাবাদেরকেও দোষারোপ করে থাকে, তাদের সম্পর্কে জামাত আহমদীয়ার অভিমত কি? জামাত আহমদীয়া তাদেরকে কি কাফের মনে করে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যারা সাহাবাদেরকে কাফের মনে করে, বদরের সাহাবা এবং অন্যান্য জেষ্ঠ্য সাহাবাদেরকে কাফের মনে করে, তাদের ক্ষেত্রে আঁ হযরত (সা.)-এর ফতোয়া প্রযোজ্য। আমাদের পক্ষ থেকে কোন ফতোয়া নেই। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'মান কাফারা মুসলিমান আদা ইলাইহি কুফরুহু।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনও মুসলমানকে কাফের বলে, তার কুফর তার দিকেই ফিরে যায়। অতএব নবী করীম (সা.)-এর

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 11 Feb, 2021 Issue No.6

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ফতোয়া লাগবে। অন্য কারোর ফতোয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা কেবল নবী করীম (সা.)-এর ফতোয়ারই অনুসরণ করব।

সেই ভদ্রলোকই বলেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আসহাবি কাননাজুম ফাবিআইয়িহিমু ফ্তাদাইতুম ইহতাদাইতুম।'অর্থাৎ আমার সাহাবারা নক্ষত্রতুল্য। তোমরা তাঁদের মধ্য থেকে যাঁকেই অনুসরণ করবে, হিদায়াত পেয়ে যাবে। কাজেই যারা সাহাবাদেরকে গালি দেয়, তারাও কাফের?

হুযুর আনোয়ার বলেন, নবী করীম (সা.) যাকে কাফের আখ্যায়িত করেছেন, আমার কি সাধ্য যে আমি তাকে কাফের আখ্যায়িত করব না?

এরা ছিল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, যারা হযরত উসমান (রা.)কে শহীদ করেছিল। এই বিদ্রোহীদের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে নবী করীম (সা.)-এর যে ফতোয়া আছে, সেটিই আমার ফতোয়া। আমি নবী করীম (সা.)-এর উপর ঈমান আনি আর তাঁর ফতোয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি।

এক ভদ্রলোক বলেন,সিরিয়ার অবস্থা বিপন্ন। দোয়ার আবেদন করছি। হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রত্যেক দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি রয়েছে। আসলে মুসলিম দেশসমূহকে চিন্তা করে দেখা উচিত এবং অন্যান্য পরাশক্তিগুলির খপ্পরে পড়ার পরিবর্তে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি তৈরী হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা সেই সব পরাশক্তিদের কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র কিনছি, আর পরোক্ষভাবে তাদেরকে অর্থনীতিকে মজবুত করছি। অপরদিকে সেই সব অস্ত্র দিয়ে নিজেদের লোককেই হত্যা করছি। একদিকে এই সব পরাশক্তিগুলির শিল্পকারখানা আমাদের অর্থে চলছে, অপরদিকে সেই শক্তিগুলি আমাদেরকেই পরস্পরের দ্বারা হত্যা করছে।

এক আরব ভদ্রলোক বলেন, আমাদের জটিল সমস্যাটি হল উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসের। মানুষ ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছে। তারা এই উগ্রবাদপূর্ণ ইসলামের কোনও বিকল্প পাচ্ছে না। আমরা বিকল্প হিসেবে জামাত আহমদীয়া রূপে শান্তিপূর্ণ ইসলামকে পেয়েছি। এই প্রকৃত ইসলাম অন্যান্য দেশে দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে যাতে মানুষ জানতে পারে যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি আর পৃথিবীতে উগ্রতাপূর্ণ ইসলাম ছাড়া প্রকৃত ইসলামের ধবজাবাহক জামাতও রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আজ আমি জার্মান অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছি এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করেছি। আমরা চেষ্টা করছি ইসলামের প্রকৃত বাণী পৃথিবীতে প্রসার লাভ করুক আর আমরা এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। আপনারা জলসাতেও জামাতের প্রকৃত রূপ নিশ্চয় দেখেছেন। জামাত আহমদীয়ায় আপনারা যে নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং প্রকৃত প্রেরণা দেখতে পান তার দ্বারা নিশ্চয় এবিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জামাত আহমদীয়া মুসলেমা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সাক্ষাতের পর আরব অতিথিরা নিজেদের অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।

সাআদ বিনতে জারুক সাহেবা মরোক্কোর এক আহমদী মহিলা। তিনি স্পেন থেকে জার্মান জলসায় নিজের অ-আহমদী বোন ও ভগ্নীপতি এবং দুই সন্তানসহ এসেছিলেন। তিনি নিজের আবেগ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে বলেন, 'আমি হুযুর আনোয়ারকে এম.টি.এ-তে দেখতাম, কিন্তু যখন সরাসরি দেখলাম যে হুযুর আনোয়ারের পবিত্র চেহারায় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর অবলীলায় আমার মুখ থেকে এই শব্দ বের হল, 'খোদার কসম, এ মানুষ নয়, কোন ফিরিশতা।' জলসা আমার জন্য অত্যন্ত উপভোগ্য ছিল, জলসায় অংশগ্রহণকারীরা অত্যন্ত উন্নত নৈতিকতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছেন। আমি আমার অ-আহমদী বোন ও ভগ্নীপতিকে সঙ্গে এনেছিলাম, যারা হুযুরের বক্তব্য শুনেছে এবং তারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা উভয়ে জলসায় বয়আত করেছে।

স্পেনের ভ্যালেনসিয়ার এক অ-আহমদী ইমাম ও খতীব মাননীয় আহমদ বিন আব্দুল কাদির বিন মহম্মদ সাহেবও জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, 'এই জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি এমন উন্নত ও সুচারু ব্যবস্থাপনা, অতিথিদের অভ্যর্থনা ও সম্মান লক্ষ্য করেছি, যা এখানে আসার পূর্বে কল্পনাও করতে পারতামনা। আমি সকল ব্যবস্থাপকদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি হযরত খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে করমর্দন করারও সৌভাগ্য লাভ করেছি। এছাড়াও আরও অনেকের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। সব দিক থেকে হাসি মুখে এবং আলিঙ্গন সহকারে আমাকে অভিবাদন জানানো হয়েছে।

আরিবা ইব্রাহিম সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, জলসায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ। এখানকার উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং অসাধারণ ব্যবস্থাপনা দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। আমি আহমদীদের মধ্যে সেই প্রকৃত ইসলামের চিত্র দেখেছি যা নবী করীম (সা.) নিয়ে এসেছিলেন।

তিনি বলেন, জলসার পূর্বে আমার ইচ্ছে ছিল খলীফাকে দেখার। কিন্তু সেই ইচ্ছে অনেক ভালভাবে পূর্ণ হয়েছে। কেননা আমি করমর্দনের সুযোগও পেয়েছি আর খলীফা আমার সঙ্গে কথাও বলেছেন যা আমার জন্য অত্যন্ত গর্ব ও সম্মানের বিষয়।

ফিলস ওয়ানসু সাহেবও স্পেন থেকে আসা অতিথিদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আসলে গ্যাম্বিয়ার মূল নিবাসী। তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত; এখানে এসে অনেক এমন মানুষ দেখেছি যারা স্নেহপরায়ন এবং অত্যন্ত অতিথিপরায়ন। আমি এই সম্মান দানের জন্য জামাত আহমদীয়া জার্মানীর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

নাবতী ইয়াসিন সাহেব আলজেরিয়ার একজন আহমদী। তিনি তিন বছর পূর্বে বয়আত করেছেন। তিনি নিজের আবেগ অনুভূতির কথা জানিয়ে বলেন, প্রতি বছর জলসায় অংশগ্রহণ আমার ঈমানে অসাধারণভাবে উজ্জীবিত করে। আর প্রতি বছর খোদা তা'লার অশেষ সাহায্যের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। জলসায় মনে হয় আমি যেন জান্নাতে রয়েছি। এখানে ভাষা, প্রকৃতি এবং জাতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও চতুর্দিকে আসসালামো আলাইকুম শব্দ জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার বাণী 'তাহইয়াতুহুম ফিহা সালাম' -এর স্মরণ করায়।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল এই যে, জলসায় আপনি যার সঙ্গেই আলাপ করুন, সে আপনাকে তার জাগতিকতা কিম্বা জাগতিক সমস্যাবলী নিয়ে কথা বলবে না। বরং জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যের কথাবার্তা ধর্মীয় বিষয়েই আবর্তিত হয়। যিকরে ইলাহির কথা হয় আর এটি এমন অনুভূতি যা কেবল জলসাতেই পাওয়া সম্ভব। এই জন্য খোদার কসম, জলসা সালানা খোদা তা'লার নিদর্শনগুলির মধ্য থেকে একটি নিদর্শন। অনেক মানুষ এই নিদর্শনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে উদাসীন।

মুরাদ ফায়েফ সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, আমি প্রথম বার জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করলাম আর এত বিরাট আকারে এমন উন্নত নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং উষ্ণ অভ্যর্থনা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। হুযুর আনোয়ারের ভাষণগুলি ভীষণভাবে উপযোগী ছিল, যা শুনে আনন্দিত হয়েছি। দোয়া করি

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir